Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাজিয়া রহমান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজিয়া রহমান

রোলঃ 216022410

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজিয়া রহমান

রোলঃ 216022410

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাজিয়া রহমান, আইডিঃ 216022410 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাজিয়া রহমান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সাজিয়া রহমান

আইডিঃ 216022410

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ট্রান্সজেন্ডার

১.১ সূচনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর কিতাবে মানুষকে বারবার সতর্ক করেছেন মানুষের চিরশত্রু, বিতাড়িত শয়তান ও তার ধোকা সম্পর্কে। মানুষের সে চিরশত্রু আল্লাহ তাআ'লার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং মানুষের দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটাবে।

لعَنَهُ اللهُ وَ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُفْرُوضًا (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا (١١٩)

অর্থ : আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শয়তান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের হতে এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব। আর নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দেবো এবং তাদেরকে আদেশ করব-যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। আর যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা নিসা: ১১৮-১১৯)

শয়তানের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে দেয়া যেন সে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং এমন কোন কাজে মানুষকে লিপ্ত করা যাতে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হয়। প্রতিনিয়তই সে বিভিন্ন উপায়ে তার এ চক্রান্ত চালিয়েই যাচ্ছে। উপরে উল্লেখিত আয়াতে একটি গুনাহর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো মানুষের দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন তথা

সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো। প্রাচীনকাল থেকে শয়তানের ধোকায় পড়ে মানুষ এই ভয়াবহ গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে বিভিন্নভাবে। বর্তমান যুগে প্রচলিত ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ তারই একটি রূপ যা ব্যাধির ন্যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আর প্রতিনিয়তই হাজারো মানুষ শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে আল্লাহর জাহান্নামের পথে অগ্রসর হচ্ছে ।

১.২ ট্রান্সজেন্ডার কারা?

ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি বর্তমানে অহরহ প্রচার হচ্ছে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে রূপান্তরকামী। ট্রান্সজেন্ডার বলতে এমন কিছু নারী বা পুরুষকে বোঝানো হয়, যারা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের যৌনাঙ্গ এবং আরও বিভিন্ন অঙ্গকে ট্রান্সফর্ম তথা রূপান্তর করে। এছাড়াও তারা শরীরে বিভিন্ন হরমোন ও কেমিক্যালও পুশ করে। এসকল কাজ করার পেছনে তাদের যুক্তি হলো, একজন মানুষ নারী বা পুরুষ যে পরিচয় নিয়েই জন্ম নিক না কেন, সেটা তার শারীরিক গঠন দ্বারা নির্ধারন করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের মতে, কোন পুরুষ যদি ভাবতে শুরু করে যে সে একজন নারী তাহলে সে নারী হিসেবেই বিবেচিত হবে ও নারীদের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত সকল অধিকার সে ভোগ করবে। সে যদি চায় , সার্জারী ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের শরীরকে নারীর মতো করে রূপান্তর করে নিতে পারে। যদি সেটা না ও করে, যদি সে শারীরিকভাবে তার মধ্যে পুরুষের সকল বৈশিষ্ট্যই রয়ে যায়, তবুও সে নারী পরিচয়েই বাস করতে পারবে। কারন সে মানসিকভাবে নিজেকে নারী বলে নির্ধারণ করে নিয়েছে।

একইভাবে যদি কোন নারী নিজেকে পুরুষ ভাবে সে ও একইভাবে পুরুষ বলে বিবেচিত হবে ও সে অনুযায়ী জীবনযাপনও করতে পারবে ও নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী

শরীরকে রূপান্তর করে নিতে পারবে। যদিও তার মাসিক হয় ও সে সন্তানধারনেও সক্ষম হয়, তবুও সে পুরুষ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

তাদের এ অদ্ভুত ও কুৎসিত মতবাদের পথে প্রতিনিয়ত পা বাড়াচ্ছে হাজারো মানুষ। পশ্চিমা দেশগুলোর এই মতবাদের অনুসারীদের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। আল্লাহর কর্তৃক প্রদত্ত শরীর ও পরিচয়কে বিকৃত করে তারা যে শুধু শয়তানের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করছে তা নয়, বরং পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে খুব সহজেই একজন নারী নিজেকে পুরুষ মনে করে আরেক নারীর সাথে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় সংসার করে চলেছে। তেমনি একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষও নিজেকে নারী ভেবে আরেক পুরুষের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা এমন আরেকটি পাপেও লিপ্ত হচ্ছে যা আল্লাহর অভিশাপ ডেকে আনে, সেটি হলো সমকামীতা। যে পাপের ফলে বহু জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন, নিজেদেরকে যেন তারা সে পরিনতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে অজান্তে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ»

অর্থ: ‘‘সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত।’’ [১]

১.৩ ট্রান্সজেন্ডার ও হিজরার পার্থক্য

অনেকে মনে করে থাকেন ট্রান্সজেন্ডার ও হিজরা এক। এ ধারনা আমাদের দেশের অনেক মানুষও পোষন করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে এ দুটি অবস্থা সম্পূর্নই ভিন্ন। হিজরা বা ইন্টারসেক্স বলতে এমন সকল মানুষকে বোঝানো হয়ে থাকে যাদের শারীরিক গঠন ও যৌনাঙ্গের গঠনের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ তাদের শারীরিক গঠনে পরিলক্ষিত হয়।

ইন্টারসেক্স বা হিজরার এ বৈশিষ্ট্যকে Disorder of sex development (DSD) বলা হয়। এসকল মানুষের ক্রোমোসোমের ডিসঅর্ডার বা বিসদৃশতা কাজ করে। ৪৬ ক্রোমোসোমের বদলে অনেকের ৪৭, ৪৮ বা ৪৯ টি ক্রোমোসোমও থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জন মানুষের মধ্যে ১ জন ইন্টারসেক্স ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যা মোট জনসংখ্যার ০.০৫%। এছাড়া বাকি ৯৯.৯৫% মানুষই নারী বা পুরুষ হয়। [২]

আর ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের শরীরকে পরিবর্তন করে ভিন্ন লিঙ্গের পরিচয় নিয়ে বসবাস করার প্রবনতা, যা সম্পূর্ণই মানসিক ধারনার সাথে সম্পর্কিত। এর সাথে সৃষ্টিগত শারীরিক গঠনের কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে অনেক মানুষ ট্রান্সজেন্ডার ও হিজরাকে এক বলে ধারন পোষন করে থাকে।

১.৪ ব্যক্তিস্বাধীনতা না রোগ?

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অনুসারীরা মনে করে এটা সম্পূর্ণই তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা যে সে নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে নারী বা পুরুষ মনে করবে, আর সে অনুযায়ী নিজের শরীরকে পরিবর্তন করে নতুন পরিচয়ে বসবাস করবে। কিন্তু তারা জানে না যে এটি এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা। সাধারণত একজন মানুষ ট্রান্সজেন্ডার হবার পেছনে দুটি কারন বিশেষভাবে কাজ করে। প্রথমটি হলো মানসিক অসুস্থতা আর আরেকটি হলো বিকৃত যৌন মানসিকতা।

প্রথম কারন, তথা মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত একজন মানুষ মনে করে যে তারা ভুল শরীরে আটকা পড়েছে। তারা নিজের শরীর ও আচরণ নিয়ে প্রচন্ড অস্বস্তিতে ভোগে। সেক্ষেত্রে তাদের কাছে মনে হয় বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তর হলে হয়তো সে ভালো থাকবে, তার নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি দূর হবে। যেসকল মানুষ এ সমস্যায় ভোগে তাদের সাধারণত ডিপ্রেশন বা অন্যান্য মানসিক সমস্যা থাকে। আবার অনেকে শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ায় নিজের শরীর নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকে। এ রোগটিকে পূর্বে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (Gender identity disorder) বলা হতো। বর্তমানে এ রোগটিকে জেন্ডার ডিসফোরিয়া (Gender dysphoria) বলা হয়। [৩]

ট্রান্সজেন্ডারকে মানসিক রোগ আখ্যায়িত কবে মুফতি হিফজুর রহমান বলেন,

"ট্রান্সজেন্ডার একটি সামাজিক রোগ। এ রোগ বৃদ্ধির প্রবণতা সমাজের চরম ক্ষতিকর ও বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। আমাদের সমাজব্যবস্থ নষ্ট করে দেয়ার একটা পশ্চিমা চক্রান্ত এটি। আমাদের দেশের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশে সকল নাগরিককেই দায়িত্ব এ চক্রান্তকে সামাজিকভাবেই প্রতিরোধ করা।" [৪]

এছাড়া, মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান কাসেমী বলেন: 'ইচ্ছে মতো লিঙ্গ পরিব একেবারেই নতুন একটা ট্রেন্ড। কারো হঠাৎ মনে হলো সে ছেলে নয়, বরং মেয়ে। তো মেয়ে হয়ে গেল। আবার কদিন পরেই মনে করলো সে ছেলে, ছেলে হয়ে গেল। এটা একটা চরম মানসিক বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। পাশ্চাতে অস্বাভাবিক জীবন যাত্রার অশুভ পরিণতি বলা চলে।' [৫]

এছাড়া ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অনুসরণ করার নেপথ্যে আরেকটি কারন হতে পারে বিকৃত যৌন মানসিকতা। এ ধরনের যৌন বিকৃতিকে অটোগাইনোফিলিয়া (Autogynephillia) বলা হয় যার অর্থ নিজেকে নারী হিসেবে কামনা করা। এ অবস্থায় পুরুষরা নিজেকে নারী হিসেবে উপস্থাপন ও নারীর বেশভূষা ধারন করে যৌন আনন্দ লাভ করে।

এ মানসিকতার পুরুষ সবাই যে সমকামী এমনটা নয় বরং এদের একটা অংশ নারীদের প্রতি আকর্ষিত হয়। এদের অনেকে নারীদের মতো দেহাবয়ব চায় বা নারীসুলভ আচরন করতে আনন্দ পায়। এরা প্রধানত নারীত্ব নিয়ে যেন একধরনের ফ্যান্টাসিতে ভোগে। নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়া পুরুষদের একটা বড়ো অংশই অটোগাইনোফিলিয়া নামক মানসিক বিকৃতিতে আক্রান্ত। [৬]

২. প্রেক্ষাপট ও বর্তমান

২.১ সমকামিতার উদ্ভব

দুনিয়ার বুকে সমকামিতার প্রথম উদ্ভব ঘটিয়েছিলো হযরত লূত আলাইহিস সালাম এর জাতি তথা কওমে লূত। হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ভাতিজা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন ইরাক থেকে হিজরত করেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো ফিলিস্তিন অঞ্চলে বসত গ্রহণ করেছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আলাইহিস সালামকে জর্ডানের সাদূম (Sodom) এলাকায় নবী করে পাঠান। এসব জনপদের লোকজন শয়তানের প্ররোচনায় এক জঘন্য কুকর্মে লিপ্ত ছিল। তারা সমকাম করত। ইবনু আসাকির সুত্রে ইমাম শাওকানী উল্লেখ করেন শয়তানই মানুষের বেশে এসে মানুষকে এ অপকর্ম শিক্ষা দেয়। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন, ইবনু আসাকির বর্ননা করেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "শয়তান একবার এসব লোকদের কাছে অত্যন্ত সুদর্শন বালকের বেশে এসে তার সাথে অপকর্মের আহবান জানায়। মানুষ এ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং একসময় স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এ অপকর্মকে গ্রহন করে নেয়। এভাবেই এ দুষ্কর্মের সূচনা হয়।" [৭]

কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রকম অভিশপ্ত কাজ তাদের পূর্বে কেউ করেনি।

وَلُوۡطًا اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهٖۤ اَتَاۡتُوۡنَ الۡفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا مِنۡ اَحَدٍ مِّنَ الۡعٰلَمِيۡنَ (٨٠) اِنَّكُمۡ لَـتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَهۡوَةً مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَآءِ ؕ بَلۡ اَنۡـتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُوۡنَ(٨١)

অর্থ : এবং লুতকে (পাঠালাম) যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা কামেচ্ছা

পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে গিয়ে থাক (আর এটা তো কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়;) বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা আ'রাফ: ৮০-৮১)

এ বিষয়ে হযরত লূত আলাইহিস সালাম বারবার তাদেরকে সতর্ক করা ও আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন কিন্তু তারা তাতে ভ্রুক্ষেপ করেনি। যার ফলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

সমকামিতার এ জঘন্যতা কওমে লূতের মাধ্যমে শুরু হল্ব ইতিহাস অনুযায়ী পরবর্তীতেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে তা বিদ্যমান ছিলো।আলিমদের থেকে জানা যায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্ব যুগেও সমকামিতা চর্চিত হতো। গ্রীক, রোমানদের মধ্যে সমকামিতার বিকৃতি বহুল প্রচলিত ছিলো। [৮]

২.২ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ও এর নীলনকশাকারী

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ নামের এই ঘৃণ্য ধারনার নীলনকশাকারী হিসেবে উঠে আসে ড. জন মানির নাম যে ছিল একজন মনোবিজ্ঞানী। এছাড়া সে নিজেকে যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবেও পরিচয় দিতো। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নারী ও পুরুষদের লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য তার উদ্যোগে একটি ক্লিনিক খোলা হয় আমেরিকার বাল্টিমোরে। ঘটনার গোড়াপত্তন হয় ১৯৬৬ সালে, যখন রনাল্ড রাইমার ও জ্যানেট রাইমার দম্পতির ঘরের দুই জমজ সন্তান, ব্রুস ও ব্রায়ানের একজন একটি দূর্ঘটনার শিকার হয়। জমজ সন্তানদের বয়স যখন সাত মাস, তখন তাদেরকে খতনা করানোর জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধারণত খতনা ছুড়ি কাচি দিয়ে করা হলেও সেদিন দুই ভাইয়ের অপারেশনের দ্বায়িত্বে থাকা ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেন বোভি কট মেশিন দ্বারা খতনা করার। এ ডিভাইসটিতে ছোট জেনারেটরের মাধ্যমে সূচের ন্যায়

ইলেক্ট্রোড দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে উৎপন্ন তাপে চামড়াকে পুড়িয়ে বা গলিয়ে ফেলা হয়। এ যন্ত্রটি ব্যবহারর সময় দূর্ঘটনাবশত, ব্রুস,অর্থাৎ জমজ দুই ভাইয়ের একজনের লিঙ্গ পুড়ে যায় ও পরবর্তীতে তা পুরোপুরি ক্ষয় হয়ে যায়। এ ঘটনায় সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে রাইমার দম্পতি। সে সময়ই তারা জানতে পারে জন মানির এ ক্লিনিক ও গবেষণার কথা। একটি টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারে জন মানি তার ক্লিনিক ও গবেষণার কথা বলছিলো। সেখানে সে শিশুদের চিকিৎসার বিষয়ে বলে যে সার্জারি ও হরমোন ট্রিটমেন্ট দিয়ে অসম্পূর্ণ যৌনাঙ্গবিশিষ্ট শিশুদেরকে নারী বা পুরুষে রূপান্তর করা সম্ভব। এ কথা শুনে রাইমার দম্পতি যেন আশার আলো খুজে পায়। তারা সন্তানের বিষয়ে শরণাপন্ন হয় জন মানির।

ব্রুসের মেডিক্যাল হিস্ট্রি ও চেকআপের পরে তার পিতামাতাকে জন মানি পরামর্শ দেয় শিশুটিকে মেয়ে হিসেবে বড়ো করার। সেজন্য সে খুব সহজেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাকে রাইমার দম্পতির সামনে তুলে ধরে, এভাবে, যে ব্রুসের শরীরের অবশিষ্ট যৌনাঙ্গ সার্জারি করে বাদ দিয়ে এরপর কিশোর বয়সে হরমোন ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে। আর শেষ পর্যায়ে তার শরীরে কৃত্রিম নারী যৌনাঙ্গ বা যোনী স্থাপন করলেই সে পরিপূর্ণ নারী হয়ে যাবে! সে আরও বলে যে জন্মগত শারীরিক গঠন নয় বরং মানসিকভাবে একজন মানুষ যে পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চায়, সেটা দিয়েই তার Gender Identity বা লৈঙ্গিক পরিচয় প্রকাশিত হয় যা ঠিক করে দেয় মানুষের পারিপার্শ্বিকতা আর পরিবেশ। সে রাইমার দম্পতিকে নির্দেশনা দেয় যেন তারা ব্রুসকে এমনভাবে বড়ো করে, যাতে ব্রুস সবসময় নিজেকে মেয়ে ভাবে।

জন মানির কথায় আস্থা রেখে তার পরামর্শ মেনে নেয় রাইমার দম্পতি। কিন্তু তারা জানতো না যে জন মানির বলা এ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে ছিলো পুরোটাই

অনুমানভিত্তিক, পরীক্ষিত নয়। হিজরা বা ইন্টারসেক্স মানুষের ওপর করা কিছু অস্ত্রোপচারকে ভিত্তি হিসেবে ধরে জন মানি এ পদ্ধতির বিষয়েও নিজের মতো উপসংহার টেনেছিলো। ১৯৬৭ সালের ৩রা জুলাই ব্রুসের শরীরে অস্ত্রোপচার করে তার অবশিষ্ট যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়। আর রাইমার দম্পতি এখন থেকে তাদের সন্তানকে মেয়ে হিসেবে বড়ো করবে এবং নিয়মিতভাবে ব্রুসের আপডেট জানাবে জন মানিকে সে সিদ্ধান্তও হয়। ব্রুসের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়নাই ব্রেন্ডা। ব্রেন্ডার বয়স পাঁচ বছর হবার পর জন মানি তার এ গবেষণা ও "সাফল্যের " কথা প্রকাশ করে ও প্রচার শুরু করে যে " নারী বা পুরুষ হওয়া মানুষের সত্ত্বাগত বিষয় না বরং পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের দ্বারা মানুষ নারী বা পুরুষ হয়।" প্রমান হিসেবে সে জমজ ভাইদের কেস পেশ করতো। তার এ মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এমনকি পাঠ্যবইগুলোতেও এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পাঠ যুক্ত করা হয়। নারীবাদীরা এ মতবাদকে জোর সমর্থন দেয়।

এবার দেখা যাক, যে শিশুটিকে ঘিরে এই মতবাদের এত জয়জয়কার, সে শিশুটির কি অবস্থা। রাইমার দম্পতি ব্রুসকে ব্রেন্ডা নাম ও তাদের মেয়ে পরিচয় দিয়েই বড়ো করতে সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু তারা টের পায় যে কোন একটা বিষয় স্বাভাবিক না। যদি তারা তা মানতে নারাজ ছিলো। ব্রেন্ডার আচরণে কোন মেয়েলিপনার বিন্দুমাত্র ছাপও ছিলো না বরং আচার আচরণ, পছন্দ, খেলাধুলা সবকিছুই ছিলো ছেলেসুলভ। কিন্তু স্কুলে বা বাইরের পরিবেশে সে ছিলো একা কারন সে মেয়েদের সাথে খেলতে চাইতো না আর ছেলেরা তাকে খেলায় নিতো না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার আচরনগত সমস্যাগুলোও বেড়ে চলে। অনেক সাইক্রিয়াটিস্টের শরনাপন্ন হলেও তারা এর কোন বিহিত করতে পারেনি। জন মানিকে বিষয়টি জানানো হলেও সে এটিকে একরকম হেসে উড়িয়ে দেয়। সে তখন ব্যস্ত ছিলো এই চিন্তায় যে তার থিওরিকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করার সময় নিকটবর্তী। কেননা কিশোর বয়সে ব্রেন্ডার শরীরে কৃত্রিম যোনী স্থাপন করার কথা ছিলো। কিন্তু ব্রেন্ডাকে কিছুতেই সার্জারীর জন্য

রাজি করা যাচ্ছিলো না। জন মানি বিভিন্ন উপায়ে ব্রেন্ডাকে রাজি করাবার চেষ্টা করে। সে ব্রেন্ডাকে নারী পুরুষের শরীর ও মিলন সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি দেখায়। এমনকি শিশুটির মা কেও সে বিভিন্ন জঘন্য পরামর্শ দেয় যেন সে ব্রেন্ডার সামনে নিজের দেহকে উন্মুক্ত রাখে। এতে করে নিজের নারীত্ব সম্পর্কে ব্রেন্ডার ধারনা দৃঢ় হবে। তখন ব্রেন্ডার বয়স ছিলো ৭ বছর!

সময়ের সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্রেন্ডার কোন কিছুই মেয়েদের মতো না। কিশোর বয়সে নিজের একাকিত্ব, সার্জারীর জন্য পরিবারের চাপ, নিজের শারীরিক অস্বাভাবিকত্ব সবকিছু মিলিয়ে মানসিকভাবে প্রচন্ড অশান্ত হয়ে ওঠে ব্রেন্ডা। তার মধ্যে আত্নহত্যার প্রবনতা দেখা দেয়। অবশেষে একজন সাইক্রিয়াটিস্টের পরামর্শে জন মানির অমতেই রাইমার দম্পতি ব্রেন্ডাকে তার সত্যটা জানায়। সবকিছু জেনে ব্রেন্ডা সিদ্ধান্ত দেয় যে সে একজন পুরুষ আর পুরুষ হিসেবেই জীবনযাপন করবে। সে নিজের নতুন নাম বেছে নেয় ডেইভিড রাইমার। সার্জারী করে তার শরীরে কৃত্রিম পুরুষ লিঙ্গ স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালে সে ডেইভিড বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় জেইন ফন্টেইনের সাথে।

কিন্তু তারপরও একটি ভয়াবহ ক্ষত ডেইভিড ও তার ভাই ব্রায়ান বয়ে বেড়াচ্ছিলো। যা সত্যটা জানানোর পরে রাইমার দম্পতির সামনে আসে। জন মানির আরেকটি কুকীর্তির জঘন্য চিত্র প্রকাশ পায়। ট্রিটমেন্টের সেশনের জন্য দুই ভাইকে জন মানি নিজ অফিসে নিয়ে যেতো। সেখানে সে ৭ বছরের দুই ভাইকে পর্নোগ্রাফি দেখাতো এবং তারপর তাদেরকে বাধ্য করতো নগ্ন হয়ে সেরূপ রোল প্লে করতে অর্থাৎ তাদেরকে যৌন মিলনে বাধ্য করা হতো। এ জঘন্য স্মৃতি দুই ভাই বয়ে বেড়াতো প্রতিনিয়ত যার প্রভাব ফলে দুজনের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়।

অল্প বয়সেই ব্রায়ান মদপান শুরু করে, তার নার্ভাস ব্রেক ডাউনও হয়। বিবাহ বন্ধনে দুইবার আবদ্ধ হলেও কোনবারই সংসার টিকেনি। বিশেষ করে যখন সে বুঝতে পারে যে তার ভাইয়ের সাথে তাকে এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত করা হয়েছিলো, তারপর সেটা তার মনের ওপর কি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো তা অনুধাবন করা অসম্ভব। শৈশবের অন্ধকার স্মৃতির মূহুর্তের থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টায় ক্লান্ত ব্রায়ান তীব্র ডিপ্রেশন, মুড সুইং ও নেশায় জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালে ৩৬ বছর বয়সে ব্রায়ান আত্নহত্যা করে।

ব্রায়ানের মৃত্যুর প্রভাবে ডেইভিডও ডিপ্রেশনে ডুবে যেতে থাকে। নিজ পরিবার নিয়ে জীবনযাপনের চেষ্টারত ডেইভিড বিভিন্ন কারনে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ব্রায়ানের মৃত্যুর দুই বছর পরে ডেইভিডের স্ত্রী তাকে জানায় সে কিছুদিন আলাদা থাকতে চায়। যদিও সে আশ্বস্ত করে যে সে ডিভোর্সের কথা ভাবছে না, কিন্তু ডেইভিড সেটাকে নিজের চরম ব্যার্থতা ধরে নেয়। ঘরে ছেড়ে সে বাইরে চলে যায়। খোজ না পেয়ে কোন অঘটনের আশঙ্কায় ডেইভিডের স্ত্রী পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে, তবে পুলিশ খোজ নিয়ে তাকে জানায় যে ডেইভিড সুস্থ আছে কিন্তু কোথায় আছে সেটা জানাতে আগ্রহী না। তবে স্ত্রী অফিস যাবার পরে ডেইভিড বাসায় এসে শটগান ও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। ২০০৪ সালের ৪ মে ডেইভিডের বাড়ির কাছাকাছি এক সুপারস্টোরের পার্কিং লটে ৩৮ বছর বয়সী ডেইভিডের মৃতদেহ পাওয়া যায়। শটগানের আঘাতে তার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে করুন পরিনতির মাধ্যমে শেষ হয় দুই ভাইয়ের জীবন।

অথচ এই দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ স্মৃতির কোন কিছুই প্রকাশিত হয়নি জন মানির গবেষণার ফলাফল, জার্নাল বা আর্টিকেলে! সে মিডিয়ার সামনে এক সুখী পরিবারের চিত্র উপস্থাপন করছিলো যেখানে একজন ছেলে শিশু মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে সুখী

জীবন কাটাচ্ছে। এমনকি দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পরে এ নিয়ে কথা উঠলে জন মানি তার এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হবার জন্য মিডিয়াকে এমনকি রাইমার দম্পতিকেও দোষী করে। এ বিষয়ে নিজের কোন কাজেই তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ ছিলো না।

এভাবে জন মানি হয়ে ওঠে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ নামক এক জঘন্য মতবাদের 'সফল গবেষক' যে মতবাদের নেপথ্যে জড়িয়ে আছে দুটি শিশুর আর্তনাদ, একটা পরিবারের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অন্ধকার স্মৃতি আর মানসিক যন্ত্রণায় তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে দেয়া দুজন ভাইয়ের রক্ত। [৯]

২.৩ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অনুসারী ও মদদদাতা

জন মানির এ ভয়াবহ মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী হচ্ছে আজকের পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর একটা বড়ো অংশ। পশ্চিমা দেশগুলোতে গড়ে উঠছে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস" আন্দোলন। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ৫০ জন শিশুকে Gender Dysphoria এবং Gender Change সংক্রান্ত ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছে যার মধ্যে 4 বছরের শিশুও আছে!

জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন True Hermaphrodite বা Intersex ব্যক্তি পাওয়া যায়, যা মোট জনসংখ্যার ০.০৫%। বাকি ৯৯.৯৫% মানুষ হয় নারী নাহয় পুরুষ। কিন্তু যদি কোন মানুষ নিজেকে নারী বা পুরুষ বা অন্য কোন কিছু হিসেবে পরিচয় দিতে চায়, তাহলে তাকে তাই ধরে নিতে হবে! নিউ ইয়র্ক আইনে ৩১ টি লৈঙ্গিক পরিচয় বা Gender Identity কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ফেসবুকের কোন জায়গায় ৬০, কোন জায়গায় ৭১ টি জেন্ডার আইডেন্টিটি থেকে নিজের পরিচয় বেছে নেয়ার অপশন দেয়া হয়েছে। [১০]

আর অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন নামীদামী পন্যের ব্র্যান্ডসমূহ, বিভিন্ন মিডিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট স্টোর জন লুইস ঘোষণা করেছে তারা বাচ্চাদের পোশাক আর "ছেলে" বা "মেয়ে" ট্যাগ দিয়ে আলাদা করবে না। এখন থেকে তারা বাচ্চাদের শুধু "Unisexz"/"Gender Neutral" পোশাক বিক্রি করবে। ল'রিয়েন্স, ফোর্ড, নাইকি, টার্গেটসহ বিভিন্ন মেগা ব্র্যান্ড তাদের বিজ্ঞাপনে খোলাখুলি ব্যবহার করছে ট্রান্সজেন্ডার মডেলদের। বিভিন্ন ফ্যাশন বের করা শুরু করেছে হাউস জেন্ডার নিউট্রাল পোশাক।

২০১৭ এব মার্চে মানুষের মৌলিক পরিচয় ও যৌনতার পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার এ যুগ নিয়ে কাভার স্টোরি করেছে টাইম ম্যাগাজিন। Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality - শিরোনামের এ লেখায় সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এব জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে অ্যামেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ এখন আর নিজেদের পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক যৌনাচারে আকৃষ্ট (Heterosexual) কিংবা সমকামিতায় আকৃষ্ট মনে করে না। বরং বেছে নেয় এ দু'ইয়ের "মাঝামাঝি কিছু একটাকে”। একইভাবে অ্যামেরিকান তরুনদেব এক-তৃতীয়াংশ এখন আর "পুরুষ” বা "নারী" হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় না।” অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমের অনেক দেশে আন্দোলন চলছে "ট্রান্সজেন্ডার টয়লেট অধিকার" নিয়ে। যার মূল দাবি হল একজন পুরুষ যদি নারী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাহলে নারীদের জন্য নির্ধারিত টয়লেট ব্যবহার করতে পারা তাব আইনগত অধিকার।

এভাবে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অনুসরণ ও সহায়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও পন্যের ব্র্যান্ড। এসব প্রতিষ্ঠানের শাখা যেহেতু বিভিন্ন দেশে রয়েছে, আর তাদের কিছু পণ্য ট্রান্সজেন্ডার থিম অনুযায়ী তৈরি করা হয়, অজ্ঞতাবশত অনেক

ক্রেতাই এসব পন্য কিনছেন। আর এভাবে গনহারে এগুলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের চোখে এটাকে নরমালাইজ করা হচ্ছে , তথা এ বিষয়টা সাধারন হয়ে উঠছে। ঠিক যেভাবে লিঙ্গ পরিবর্তন নিয়ে জন মানির আজগুবি কথাগুলোও বহুল প্রচার দ্বারা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলো। এছাড়াও নামীদামী বিভিন্ন তারকাদের অনেককেও দেখা যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মতবাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে। তাদের ভক্তরা অনেক সময় জ্ঞানের অভাবে আবার অনেক সময় প্রিয় তারকার পছন্দকে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় অজান্তেই হয়ে উঠছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের একজন সমর্থক। হয়তো তাদের সবাই নিজে ট্রান্সজেন্ডার হবার মানসিকতা রাখে না, কিন্তু তাদের মনে এ মতবাদের গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যা প্রকৃতপক্ষে সর্বনাশের পথেই নিজেকে এগিয়ে নেয়া।

২.৪ এলজিবিটি মুভমেন্ট

সমকামীতা বর্তমানে শুধুমাত্র একটি বিকৃত রুচির চর্চা হয়ে কিছু মানুষ বা কয়েকটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং এটি বাড়তে বাড়তে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে একটি এর সমর্থক ও সহায়করা একটি আন্দলোন গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে আশি থেকে নব্বই দশকে এ আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে যার নাম দেয়া হয়েছে এলজিবিটি (LGBT) বা “LGBT Movement “। আজকাল বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হরহামেশাই এ নামটি শোনা যাচ্ছে। “LGBT “ শব্দটি মূলত চারটি শব্দের প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে তৈরি। L দিয়ে বুঝানো হচ্ছে "Lesbian", G দিয়ে "Gay", B দিয়ে হচ্ছে "Bisexual" আর T দিয়ে "Transgender"। এ চারটি শব্দের সংজ্ঞা হচ্ছে ;

- Lesbian দ্বারা এমন নারীকে বোঝানো হয় যে অন্য নারীতে আসক্ত হয়

- Gay হলো এমন পুরষ যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়

- Bisexual বলতে এমন কোন নারী বা পুরুষকে বোঝায় যে নারী পুরুষ উভয়ের প্রতিই সমভাবে আসক্ত থাকে

- Transgender , যারা পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষ হবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের লিঙ্গ ও অর্গানকে প্রতিস্থাপন করে।
-

এ সকল ধরনের মানুষ একত্রিত হয়ে সমকামিতাকে ছড়িয়ে দিতে ও এর বৈধতা পাওয়ার জন্য গড়ে তুলেছে এলজিবিটি মুভমেন্ট। তারা নিজেদের আইকন বা চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে Six colours flag তথা ছয় রঙের রংধনুর পতাকা। তারা সকল ক্ষেত্রেই এ পতাকার চিহ্ন ব্যবহার করে।

এলজিবিটি মুভমেন্টের সমর্থকদের মূল লক্ষ্য ও দাবী হলো সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ও এর বৈধতা রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় করা। [১১]কোন মানুষ যদি সমলিঙ্গের কারো প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য মানুষ এটাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। কিন্তু সমকামীদের চোখে এটি স্বাভাবিক। তারা এ সমপ্রেম বা সমকামনাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত করতে চায় এবং দুনিয়াব্যাপী এটিকে প্রমোট করতে চায়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গে কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। এশিয়ান দেশগুলোতে এমনকি আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতেও সমকাম ব্যপ্তি লাভ করেছে। এসবের নেপথ্যে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে থাকে, বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী প্রচুর অর্থ এ কাজের জন্য দান করে এবং বিভিন্ন আইনি সংস্থাও তাদেরকে আইনি সহায়তা করে থাকে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য।

২০২০ সালের একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২৯টি দেশে তারা এই গে রাইটস আন্দোলন করে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এজেন্ডার মাধ্যমে এই গে মেরিজ আইনটি ২৯টি দেশেই লিগালাইসড করে ফেলে। এবং এর বেশিরভাগই হচ্ছে ইউরোপীয়ান দেশগুলোতে। দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এছাড়া বাকি দেশগুলো ইউরোপীয়ান দেশের অন্তর্ভুক্ত।

২.৫ বিভিন্ন দেশে ট্রান্সজেন্ডার অনুসারীদের কার্যাবলী

এলজিবিটি কমিউনিটি বিভিন্ন দেশে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লম্বা সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের তালিকা অনুযায়ী জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্বের ১৯৩ টি দেশের মধ্যে ৬৯ টি তে সমকামিতা নিষিদ্ধ। [১২] অধিকাংশ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অথবা ইউএনএইচআরসির সভায় LGBT অধিকার বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে।[১৩]

"২০১৬ সালের মে মাসে, ৫১টি মুসলিম দেশের একটি দল ১১টি সমকামী ও রুপান্তরকামী (Transgender) সংস্থা ২০১৬ সালের এইডস প্রতিরোধের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে। [১৪]

তবে, আলবেনিয়া, গিনি-বিসাউ ও সিয়েরা লিয়ন LGBT অধিকারের সমর্থনে জাতিসংঘের একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে।আলবেনিয়া, কসোভো ও উত্তর সাইপ্রাসে এলজিবিটি বৈষম্যবিরোধী আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু মুসলিম

(নামধারী) সংগঠন রয়েছে যেগুলো LGBT মুসলিমদের যৌন অভিমুখিতা পুনর্গঠনে অথবা তাদের জন্য LGBT অধিকার সমর্থনে কাজ করে।

ব্রিটিশ শাসনামলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ কলোনিগুলোতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এই সমকামিতা। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৬১ সালের জারি করা আইনটিতেই সমকামিতা নিষিদ্ধ করা হয়। সম্প্রতি ভারতে সমকামিতা নিষিদ্ধ করা ঐতিহাসিক আইনটি সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।”[১৫] ফলে ভারতেও এখন সমকামিতা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

১৯৪৮ সালে কিনসে ও তার সঙ্গীগণ কর্তৃক তৈরীকৃত রিপোর্টে ১২০০০ পুরুষের উপর চালানো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিলো, যেখান থেকে জানতে পারা যায় পরীক্ষিত অ্যামেরিকান পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশই জীবনে একবার হলেও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে। ৪% অ্যামেরিকান পুরুষই নারীদের চিন্তা ব্যতিরেকেই আজীবন পুরুষের প্রতি আসক্ত ছিলো। রিপোর্টে আরো উঠে এসেছে ৭৭% স্কুলের ছেলেরা সমকামিতাকে পছন্দ করে।[১৬]

সমকামিতার প্রভাব বহু পূর্ব থেকেই প্রাচ্যের দেশগুলোতেও লক্ষ করা যায়। ১৮৫৮ সালে অটোমান সাম্রাজ্য সমকামিতাকে বৈধতা দেয়। [১৭] এরপর তুরস্ক স্বাধীন হলে সে আইন বলবৎ রাখে। এছাড়া এ বিষয়ে প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরান অত্যন্ত গুরুতর অবস্থানে রয়েছে। ইরান থেকেই আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতে সমকামিতা প্রথম ব্যপ্তিলাভ করে। ১৯৪৫ সালে এখানে এমন তিনটি পতিতালয়ের সন্ধান পাওয়া নপুংশকরা যৌন কর্মের জন্য নিজের শরীর বিক্রি করতো।

৩. বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার ও তাদের কার্যকলাপ

বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলোর একটি হওয়া সত্বেও এই সর্বনাশা মতবাদের প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছে ও প্রতিনিয়ত অনেক মানুষ এই অন্ধকারে পা বাড়াচ্ছে। বিভিন্ন অ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া, সংগঠন এমনকি পাবলিক প্লেসেও আজকাল সমকামীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তারা বাংলাদেশে নিজেদের মতবাদের ব্যপ্তি , সমর্থন ও অনুমোদন লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে সমকামীদের কার্যকলাপ ও অনুসারীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১ হো চি মিন

"হো চিন মিন ইসলাম একজন বাংলাদেশী যুবক যে নার্স হিসেবে কাজ করে। কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি করার সময় সে করোনায় আক্রান্ত হয়। তারপর সে তার প্রতিষ্ঠানে জানায়, শারীরিক ভাবে পুরুষ হলেও সে নিজেকে আগাগোড়া নারী মনে করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এটা সহজভাবেই মেনে নেয়। হো চি মিন জানায় শৈশব থেকেই সে এমন অনুভূতি নিয়ে বড় হয়েছে। প্রমান হিসেবে সে ছোটবেলার একটা ঘটনা বলে। ক্লাস টু-তে পড়ার সময় ক্লাসের আরেকটা ছেলেকে (শিশুকে) তার 'পছন্দ' হয়। তখন সে বুঝতে পারে সে আসলে একজন নারী।

হো চি মিনের বাবা নজরুল ইসলাম, তার সন্তানের নাম রেখেছিলেন হো চি মিন। বাবার রাখা নামটা পরিবর্তন করেনি হো চি মিন, তবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্তন প্রতিস্থাপন (ইমপ্ল্যান্ট) ও কৃত্রিমভাবে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র তৈরি (ভ্যাজাইনোপ্লাস্টি) করেছে বলে দাবি করে হো চি মিন। এখন সে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরিত নারী। তার ভাষ্যমতে, "আমার শরীরটা পুরুষের ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে

নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী।"

হো চি মিনের জন্ম বগুড়ায়। বাবা মারা গেছেন ২০১৩ সালে। মা ও এক বোন আছেন। একসময় তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ থাকলেও এখন স্বাভাবিক। হো চি মিনকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। হো চি মিন জানান- অস্ত্রোপচারের সময় তাকে মানসিকভাবে সাহস জুগিয়েছে তার পরিবার। এখন সে স্কয়ার হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি নিজেকে সে একজন ট্রান্স, ফেমিনিস্ট, জেন্ডার ও সেক্সুয়াল এক্টিভিস্ট হিসেবেও পরিচয় দেয়।

২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর আই সোশ্যাল আয়োজিত উইমেন্স ক্যারিয়ার কার্নিভ্যাল অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন হো চি মিন। অনুষ্ঠানস্থল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশের আন্দোলনের মুখে পরে হো চি মিনের সেশনটি বাতিল হয়ে যায়। জানা যায়, এর দুদিনের মধ্যেই গণভবনে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় শরীরগত নারী, পুরুষদের মতো তৃতীয় লিঙ্গভুক্তদেরও সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হো চি মিনের ভাষ্যমতে “ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় এবং সেই সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি আমাদের দেশে আছে সে বিষয়ে কথা হয়েছে। “ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- 'সম্পত্তি বণ্টনে এই মানুষগুলোকে সংবিধানের অধিকার দিয়েছেন। একইসঙ্গে তাদের এই অধিকারে কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি মানুষদের অধিকার, তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য সব রকমের যে ভূমিকা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পালন করার দরকার প্রধানমন্ত্রী সেগুলো করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। [১৮]

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের ব্যপ্তিতে হো চি মিন ইসলাম যেন এক কর্ণধারের ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টারত রয়েছে। এবং তথাকথিত “ মুক্তমনা “ মানুষদের অনেকের সমর্থনও সে এ বিষয়ে লাভ করেছে।

৩.২ টিপু কিবরিয়া : কিশোর হররের আড়ালে ভয়াবহ বাস্তবতা

সেবা প্রকাশনী নামটি নব্বই দশকের শিশু কিশোরদের নিকট অতি পরিচিত একটি নাম। তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন ইত্যাদি কিশোর থ্রিলারের বইগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো শিশু কিশোরদের মাঝে। সে ধারাবাহিকতায় প্রকাশ হয় কিশোর হরর সিরিজ যেটি সমপরিমাণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিশোর হরর সিরিজেরই একজন লেখক হলো টিপু কিবরিয়া। কিন্তু লেখক পরিচয়ের আড়ালে থাকা টিপু কিবরিয়ার আরেক ভয়াবহ পরিচয় প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে।

আন্তর্জাতিক শিশু পর্ণোগ্রাফির ভয়ঙ্কর একটি চক্র বাংলাদেশে বসেই দীর্ঘ নয় বছর ধরে পর্ণো ভিডিও তৈরি করে আসছিল পথশিশুদের ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক শিশু পর্ণোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দেশের তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ২০১৪ এর ১০ জু ইন্টারপোলের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশু পর্ণোগ্রাফিতৈরির দায়ে সিআইডি গ্রেফতার করে টি আই এম ফখরুজ্জামান ও তার দুই সহযোগীকে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, এ চক্র আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ছেলেশিশুদের দিয়ে পড়ে ছবি তৈরি করতো। এ চক্রের মূল হোতা টি আই এম ফখরুজ্জামানই হলো কিশোর হররের লেখক টিপু কিবরিয়া।

১৯৯১ সাল থেকে ১০ বছর সেবা প্রকাশনীর কিশোর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলো টিপু। ফ্রি-ল্যান্স আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করে ২০০৩ সাজ থেকে। গড়ে তোলে একটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটিও। রাজধানীর মুগদায় আছে তার একটি স্টুডিও। এ সময় তার তোলা ছেলে পথশিশুদের ছবি ইন্টারনেটে বিশেষ করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করতেন। সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির পর্নো ছবির ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নগ্ন ছবি পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। দেয়া হয় টাকার প্রস্তাবও। রাজি হয়ে যায় টিপু। ফুসলিয়ে ও টাকার বিনিময়ে পথশিশুদের সংগ্রহ করে নগ্ন ছবি তুলে পাঠাতে শুরু করে। কিছু ছবি পাঠানোর পরই প্রস্তাব দেয়া হয় পর্নো ভিডিও পাঠানোর। শুরু হয় ভিডিও তৈরির কাজ। সময়টা ২০০৫ সাল। নুরুল আমিন ওরফে নুরু মিয়া, নুরুল ইসলাম, সাহারুলসহ কয়েকজনের মাধ্যমে বস্তিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিন্নমূল ছেলে শিশুদের সংগ্রহ করে টিপু। মুগদার মানিকনগরের ওয়াসা রোডের ৫৭/এল/২ নম্বর বাড়ির নিচতলায় দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়ে জমে ওঠে ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফির আড়ালে পথশিশুদের দিয়ে পর্নো বানানো ও ইন্টারনেটে বিদেশে পাঠানোর রমরমা ব্যবসা। নয় বছরে কমপক্ষে ৫০০ শিশুর পর্ণোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি করে টিপু ও তার সহযোগীরা। ৩০০-৪০০ টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ৮- ১৩ বছরের এসব পথশিশুদের এ কাজে ব্যবহার করা হতো।

এরসাথে টিপু নিজেও সমকামিতায় লিপ্ত ছিলেন। এসব শিশুদের সাথে সে ও তার সহযোগীরা বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হতো। বেশিরভাগ সময় টিপু নিজেই এগুলো ভিডিও করতো। পরবর্তীতে এটা তা নেশা ও পেশায় পরিনত হয়। টিপু কিবরিয়ার লিখিত কিশোর হরর বইগুলোর শুরুতে লেখা থাকতো "পাঠক সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছো তুমি!" লেখার আড়ালে যেন বাস্তবেই এক ভয়াবহ কুৎসিত জগতের রচয়িতা টিপু কিবরিয়া। [১৯]

৩.৩ অংকিতা ইসলাম

অংকিতা ইসলাম একজন ট্রান্সজেন্ডার যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করছে। অথচ ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রে তার নাম দেয়া জাহিদুল ইসলাম! কিন্তু সে অংকিতা ইসলাম নাম ব্যবহার করে এবং নিজের পরিচয় দেয় ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে।

ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় জেন্ডার অর্থাৎ নারী, পুরুষ এর সাথে 'অন্যান্য ' নামে আরেকটি ঘর দেয়া ছিলো। অংকিতা ইসলাম জানায় সে জেন্ডারের ঘরে অন্যান্য ঘরটি বেছে নিয়েছিলো।

অংকিতার বাড়ি টাঙ্গাইলে। একসময় সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তবে এখন ধীরে তার ধীরে পরিবার তাকে মেনে নিচ্ছে।

২০২১ সালে ঢাকায় আসে অংকিতা। গত বছর (২০২২) সে অংকিতা পরিচয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছেন। কিছুদিন আগে তার মা ও ভাই ঢাকায় এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে সে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। [২০]

৩.৪ জিবরান

জিবরান একজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ যে জন্মগত ভাবে নারী ছিলো। তার পূর্বের নাম শারমিন আক্তার ঝিনুক যা পরিবর্তন করে সে নিজ নাম জিবরান রাখে। তার ভাষ্যমতে “ আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো

পোশাক পরতে ভালো লাগত না। জিবরান আরো জানায়, তার মধ্যে পুরুষালি ভাব আগে থেকেই ছিল। বাবা তার উপর যেকোনো বিষয়ে ভরসা করতেন বলে সাহসটাও আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভালো ক্রিকেট খেলতেন বলে বড় ভাই তার দলে খেলতে নিতেন। পরে মহিলা প্রিমিয়ার ফার্স্ট ডিভিশনে জাতীয় লিগে খেলেছে। ২০১২ সালে চট্টগ্রামে ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্টে ক্যাপ্টেন হিসেবে খেলেছে। রেলওয়ের ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হিসেবেও সুনাম অর্জন করে। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেত না।“ এই ভাবনা থেকে সে নিজের শরীরকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষদের ন্যায় রূপান্তরের চেষ্টা করেছে।

২০২১ সালে সে ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলে। পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা। চাকরির কাগজপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্টসহ বিভিন্ন নথিতে জিবরান এখনো শারমিন আক্তার ঝিনুক নামেই আছেন।

অস্ত্রোপচারের আগে জিবরান বাংলাদেশ রেলওয়ের সৈয়দপুর ক্যারেজে ফিটার গ্রেড-২ পদে কর্মরত ছিলেন। ট্রেনের নম্বর লিখে কোনো ভাঙাচোরা কিছু আছে কিনা, তার তালিকা দেওয়াসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় এ পদে। জিবরান বলেন- "এ পদের যে কাজ, তাতে আমি নারী না পুরুষ, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি যখন মেয়ে ছিলাম, তখনো বাইক চালাতাম। কঠিন কাজ করতে পারতাম। চট্টগ্রামে থাকার সময় রেলের চাকরিতে ক্রেনও চালিয়েছি।"

জিবরানের বাড়ি চট্টগ্রামে। সে স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। পারিবারিকভাবে তারা স্বচ্ছল। পৈতৃক বাড়ি ও ব্যাবসা আছে। তার বাবা মারা গেছেন ২০১৪ সালে। বাবা দুই বিয়ে করেছিলেন। দুই মায়ের ঘরে তারা ১২ ভাই-বোন। আগে ৯ বোন ছিলেন, এখন তিনি পুরুষ হওয়ার পর ৮ বোন। জিবরানের বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে ২০১২ সালে ট্রেড অ্যাপ্রেনটিস মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি পেয়েছিলো বলে জানা যায়। [২১]

৩.৫ শিশির বিন্দু

দৈনিক প্রথম আলোতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় - ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে প্রথম ট্রান্সজেন্ডারের নাম শিশির বিন্দু। নেতৃত্বে আসায় শিশির বিন্দুকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ও কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশের (সিপিবি) সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

শিশির বিন্দুর বাড়ি রাজবাড়ীর সদর উপজেলায় সোনাকান্দর এলাকায়। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় শিশির। বর্তমানে (২০২৩) তিনি সরকারি বাজেন্দ্র কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষ পর্বের শিক্ষার্থী।

শিশির বিন্দুর নেতৃত্বে আসা নিয়ে ফেসবুকে অভিনন্দন জানিয়ে সিপিপির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাস লেখেন: "বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো ছাত্র ইউনিয়নের হাত ধরে। দেশের রাজনীতির ইতিহাস প্রথম যুক্ত হলো

কোনো ট্রান্সজেন্ডার ছাত্রনেতা! বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাজবাড়ী জেলার সহসভাপতি হয়েছেন ট্রান্সজেন্ডার শিশির বিন্দু...।"

ছাত্র ইউনিয়ন রাজবাড়ী জেলা সংসদের সভাপতি কাওসার আহমেদ হাতের ছাকোনো অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শিশির সবসময় আছেন। তাঁকে সঙ্গে দিয়ে। সমাজের ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার ও দাবি আদায় নিয়ে কাজ করবেন।

বিষয়টিকে ইতিবাচক উল্লেখ করে, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অভিজিৎ সোম বলেন- "আমাদের পাশের দেশ ভারতে ট্রান্সজেন্ডার আইনজীবী, কলেয় অধ্যক্ষসহ নানা পেশায় রয়েছেন। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে একজন ট্রান্সজেন্ডার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। শিশির বিন্দু ছাত্ররাজনীতিতে এসেছেন, এটা খুবই ইতিবাচক দিক।"

শিশির বিন্দু প্রথম অলোকে বলেন, 'দুই বছর আগে রাজবাড়ীতে ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হই। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদে বিভিন্ন সময় ছাত্রদের অধিকারে নানা কর্মসূচি পালন করতে দেখে তাঁদে কর্মসূচিতে আসতাম। আমিও ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে চাই। তাই নিজে আগ্রহ থেকে পরে সংগঠনের সদস্য হই। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে তার পা থেকে কাজ করে যাই। আমি রাজবাড়ী থেকেই রাজনীতি করতে চাই। [২২]

৩.৬ এম্যেলিয়া

এমোলিয়া (Amelia) একজন বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার নারী। তার ট্রান্সফরম হওয়ার আগের জন্ম নাম ছিল 'আদেশ"। ঢাকার মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা আদেশ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য চলে যান কানাডায়। আর ২০০৪ সালে ২৩ বছরে পরিণত হন একজন Transgender নারী মডেলে।

আদেশ তথা এম্যেলিয়া ঢাকায় পরিবারের সাথে থাকা নিয়ে বলেন- "ছোটো বেলা থেকেই তিনি তার মার কাপড় এবং প্রসাধনী ব্যবহার করতেন, যখন তার মা বাড়ির বাইরে থাকত। সে তার মায়ের পোশাক পরতে খুবই ভালবাসত, যদিও সে জানত যে এগুলো কখনই তার পরিবার মেনে নিবে না কেননা তার পরিবার ধার্মিক মুসলিম পরিবার।"

আদেশ যখন প্রথমবার লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য অপারেশন করানোর খবর তার পরিবারকে জানান তার পরিবার সাথে সাথেই তার সাথে যোগাযোগ করা বন্ধ করে দেন। যদিও পরবর্তীতে তার পরিবারের সাথে তার যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।

এ নিয়ে আদেশ বলেন, "তার প্রথমবার স্তন্য প্রতিস্থাপনের অপারেশনের পরে তার পরিবার যখন তাকে দেখলেন তখন তাদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয়। কিন্তু পরবর্তীতে তার পরিবার ধীরে ধীরে মেনে নেয়, কেননা তার পরিবার তাকে অনেক ভালোবাসে।"

২০০৯ সালে আদেশ যখন কানাডায় চলে যান পড়ালেখার জন্য, তখন সে বুঝতে পারে যে এখানে সে তার মনস্কামনা পূরন করতে পারবে। আদেশ আরো বলেন-

"আসলে এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের সময় ছিল যখন আমি উপলব্ধি করতে পারি যে এখানে আমি সেই মানুষইটি হতে পারব যে মানুষটি আমি সবসময় হতে চেয়েছিলাম।"[২৩]

৩.৭ মনীষা মীম নিপুণ

বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডারেরা এখন বিশ্বের বিভিন্ন বিউটি কম্পিটিশনেও অংশগ্রহণ করছে। "মনীষা মীম নিপুণ" নামে এক বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার ২০২২ সালে 'লিঙ্গসমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি' ক্যাটাগরিতে 'ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড পায়।

মনীষা বলেন- 'বড় পরিসরে আমাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে ১০ জন মূল সদস্যসহ আরও ৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা সম্প্রতি জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) একটি প্রকল্পে কাজের সুযোগ পেয়েছি, যা আমাদের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা করি।'[২৪]

৩.৮ সোশ্যাল মিডিয়া ও পাবলিক প্লেসে বিস্তরন

সমকামিতার এ ভয়াবহতা ছড়িয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনকি আমাদের দেশের পথঘাট বা পাবলিক প্লেসগুলোও এর থেকে রক্ষা পায়নি। সমকামিতা থেকে দ্বীনের পথে ফিরে আসা একজন ভাই এ অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করতে ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২০১২ সালে কিশোর বয়সে তিনি প্রথম সমকামিতার দিকে পা বাড়ান। ২০১৫ সালে তিনি ফেসবুক একাউন্ট ওপেন করেন এবং সেখানে আবিষ্কার করেন যে তার মতো মানসিকতার আরও হাজারো মানুষ রয়েছে। পর্ণ সাইটে গিয়ে খুজে পান তার আগ্রহের জিনিস, অর্থাৎ সমকামীদের জগৎ। ফেসবুকে বিভিন্ন জেলার নাম লিখে

সাথে সমকামিতা লিখে খুজে পান হাজার হাজার সমকামীদের আইডি যাদের সাথে এড হয়ে বিভিন্ন আজেবাজে অশ্লীল কথা বলতেন। সাথে ফেসবুকে পড়তে থাকেন সমকামিতার অশ্লীল বিভিন্ন গল্প।

তিনি জানান ফেসবুকে ফেইক আইডির ওপেন করার মাধ্যমে সমকামীদের এ ভার্চুয়াল জগতে তার প্রবেশ ঘটে। ফেসবুকে এ ধরনের পাঁচ শতাধিক গ্রুপ পাওয়া যাবে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, সমকামী জ্যাত, সমপ্রেমীদের আড্ডা, কুলাউড়া গে বয়, বিয়ানীবাজার বড়লেখা কুলাউড়া গে মিট, ঢাকা গে কমিউনিটি, রংপুর গে কমিউনিটি, সমকামীদের মেলা, Partner ইত্যাদি এ ধরনের বিভিন্ন নামে শত শত গ্রুপে ফেসবুক সয়লাব।

অঞ্চলভেদে এদের সংখ্যাটা বেশি-কম। বিশেষ করে উত্তরা, টঙ্গী, আবদুল্লাহপুর, গাজীপুর, কোনাবাড়ি, সাভার এরিয়ায় সহজেই কুকর্ম চলতে থাকে। যথাসম্ভব ওইসব এরিয়ায় গার্মেন্টস বা ফ্যাক্টরীর কর্মী বেশি থাকায় বাসায় কে আসে কে যায় এসব কেউ কেয়ার করে না। যাত্রাবাড়ি, কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ, চাষাড়া, নরসিংদী, এরিয়ায়ও অনেক সমকামী আছে। বিশেষ করে ছোট বাসায় বা মেসে এর সংখ্যা বেশি। আর ভয়ানক কথা হলো এসব এরিয়ায় ওদের কমিউনিটি থাকে। এরা আমাদের চারপাশের স্বাভাবিক মানুষের মতোই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে এরা ফেইক আইডি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, পর্ণ দেখে, সমকামিতা করে। অথচ এদেরকে দেখলে ধারনাই করা যায়না যে এরা সমকামিতায় আসক্ত। এমনকি বিয়ের পরেও এরা আগের অভ্যাস ছাড়তে পারেনা!

ফেসবুকে সমকামী গ্রুপগুলোয় চলে 'প্লেস ফ্রী ' বিজ্ঞাপন। প্লেস ফ্রী বলতে বুঝানো হয় বাসা খালি। সমকামীদের যৌনতার ধরন তিনটি।

১. যারা পুরুষের ভূমিকা পালন করে তাদের "টপ" বলে।

২. যারা নারীর ভূমিকা পালন করে তাদের "বোটম" বলে।

৩. আবার যারা দুইটাই করে তাদের "ভার্সেটাইল" বলে।

ফেসবুকে যখন প্লেস ফ্রি এর পোস্ট দেয় তখন এরকম লিখে:

- প্লেস ফ্রি।

লোকেশন: অমুক জায়গায়।

এজ: এত

রোল: বোটম

২০-৩০ এর ভিতর টপ লাগবে।

এই পোস্টে অনেকেই কমেন্ট করে যে, ইনবক্স চেক করো। তারপর ইনবক্সে এসে ছবি আদান প্রদান করে নাম্বার দেয়। তারপর ওই ছেলের বাসায় চলে যায়।

এছাড়াও বাংলাদেশের পাবলিক প্লেসগুলোও হয়ে উঠসে সমকামীদের আখড়া। রয়েছে এলাকাভিত্তিক সমকামী কমিউনিটি। বিশেষত ঢাকা শহরে। ভাইটি আরও জানান যে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে প্রতি শুক্রবার গে কমিউনিটির আড্ডা হয়। প্রতি শুক্রবার অন্তত ১০০-২০০ সমকামী একত্রিত হয় শাহবাগে। রমনা এলাকায় সন্ধ্যার পরে চলে সমকামিতার নোংরামি। শুক্রবার প্রায় ২০০-৩০০ সমকামী উপস্থিত হয়

রমনাতে। এদের বেশীরভাগই ২০-৩০ বছর বয়সের। হাতিরঝিল, গুলশান, উত্তরা ইত্যাদি অভিজাত এলাকাগুলোতেও দেদারসে চলে সমকামী কমিউনিটির পার্টি। তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে নাচ-গান, পার্টি, খাওয়া দাওয়া করে। এরপর নিজের পছন্দমতো একজনের সাথে যৌন উন্মাদনায় মেতে ওঠে। [২৫]

এসকল জায়গা ছাড়াও কিছু পার্ক, ব্রীজের নিচে এমন জায়গাগুলোতেও ছড়িয়ে গেছে সমকামিতা। অথচ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অধিকাংশই এ বিষয়ে কোন প্রকার জ্ঞান রাখে না।

৩.৯ সমকামী অ্যাপ ও প্রতারণা

ফেসবুকের ন্যায় সমকামী বিভিন্ন অ্যাপ থেকেও হাজার হাজার সমকামীদের আইডি খুজে পাওয়া যায় যা কোন অংশে ফেসবুক থেকে কম ভয়াবহ নয়। এই অ্যাপগুলোতে যেসব আইডি আছে, তার সব হলো ফেইক আইডির মতো। শুধু একজনের একটি ছবি দেওয়া থাকে। আর কাউকে মেসেজ করা মানেই তাকে সরাসরি অশ্লীলতার প্রস্তাব দেয়া। এখানে তার লোকেশনসহ দেখা যাবে। মানে কোনো সমকামী ওই ইউজারের ১০০ মিটারের ভিতরে আছে কিনা তার লোকেশান এই অ্যাপসগুলো দেখাবে। এখানে শুধু মেসেজ, ছবি শেয়ার অথবা ভিডিও কল হয়। আর কাছাকাছি আরেকজন সমকামীর অবস্থান ও উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সরাসরি কুকর্ম সাধন করার সুযোগ।

এসব অ্যাপ দিয়ে শুধুমাত্র সমকামিতা হয় এমনও নয় বরং চাঁদাবাজিও চলে। ইদানীং শোনা যায়, নিউজ পত্রিকায় বা সোশ্যাল মিডিয়ায়। ডেটিং অ্যাপস এর মাধ্যমে বাসায় ডেকে নিয়ে সমকামীদের ফাদে ফেলে ব্ল্যাকমেইল ও মারধর করে, এমনকি টাকা না

পেয়ে হত্যা পর্যন্ত করে। অনেকে এমন হয়রানিতে পড়ে, কিন্তু মুখ খুলে না সম্মানের ভয়ে।

"গত ১৮ মে ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেলের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ফেসবুকে সমকামীদের গ্রুপের মাধ্যমে ডেকে নিয়ে মুক্তিপণের দাবিতে হত্যার অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায়, সর্বশেষ দুজনসহ এ ঘটনায় মোট পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।

ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মোরশেদ আলম জানান, মূল অভিযুক্ত তারেক সমকামিতায় আসক্ত। ফেসবুকে গ্রুপ ও মেসেঞ্জারের মাধ্যমে সে সঙ্গী খুজে নিত। এভাবে সে বিগত ২০২২ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাজধানীর দক্ষিণখান এলাকার আমির হোসেনকে গাজীপুর চৌরাস্তায় নিয়ে যায়। এরপর তাকে আটকে রেখে পরিবারের কাছে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ না পেয়ে ২৯ ডিসেম্বর আমির হোসেনকে হত্যা করে এবং বস্তাবন্দী মৃতদেহটি সেপটিক ট্যাংকে লুকিয়ে রাখে। এরপর তারেক পরিচয় গোপন করে নোয়াখালীর হাতিয়ায় গিয়ে তাবলিগ জামাআতের কাজে যুক্ত হয়। দীর্ঘ পাঁচমাসের তদন্তে দক্ষিণখান থানা পুলিশ তার সন্ধান পায়।" [২৬]

এভাবে সমকামিতা আমাদের দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে এসব অ্যাপের মাধ্যমে। যেহেতু অন্যান্য দেশে এ বিষয়টা প্রচলিত, সে কারনে প্লে স্টোরে এসব অ্যাপ খুব সহজেই খুজে পাওয়া যায়। এতে করে আর দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিক চালচলনের

একজন মানুষই নিজের স্মার্টফোন বা স্মার্ট ডিভাইস হাতে নিয়ে হারিয়ে যায় নোংরা এক জগতে, যেখানে সে অবাধে সমকামিতার চর্চা করতে পারে।

৩.১০ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

শিশু কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকগুলোও রেহাই পায়নি ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সম্প্রসারিত করবার অপচেষ্টা থেকে। প্রচেষ্টা চলছে নতুন প্রজন্মের মাঝে এ বিষয়টাকে স্বাভাবিক করে তোলার। আর যখন কোন একটা বিষয় একটানা মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত প্রচার করা হয়, মানুষের অবচেতন মন ও মস্তিষ্ক একসময় সেটাকেই স্বাভাবিকভানে মেনে নেয়। সে পদ্ধতিতেই ট্রান্সজেন্ডার ও আত্মপরিচয়ের বিকৃত ধারনাগুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে।

২০২২ সালের নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ২০২৩ সালে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর কয়েকটি বইয়ে এসব বিষয় প্রথমবার প্রকাশিত হয়।। ষষ্ঠ শ্রেনীর একটি বইয়ে দেয়া হয়েছে আত্মপরিচয়ের ধারণা। যেখানে প্রথমত শিক্ষার্থীদেরকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে তাদের মনে দ্বিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে ' আমি নিজেকে যেটা মনে করি, সেটা আমার পরিচয়? নাকি বাকি সবাই আমাকে যেটা হিসেবে পরিচয় দেয়, সেটা আমার পরিচয়? '। এরপর একটি গল্প দেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে একটি ভাল্লুকের কথা, যেটি জঙ্গল থেকে বের হয়ে এসেছে। ভাল্লুকটাকে দেখে সেখানকার মানুষজন বলছে সে একটা দাড়ি-গোঁফ না ছাটা শ্রমিক। ভাল্লুকটি বারবার বলছে সে একটা ভাল্লুক কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। আর পরিচ্ছদের শেষে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে অন্যরা কি মনে করলো সেটা জরুরি না। আমি নিজেকে যা মনে করি সেটাই আমার পরিচয়।

অন্যদিকে সপ্তম শ্রেণীর বইতে সরাসরিই তুলে ধরা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ 'শরীফার গল্প' নামক একটি গল্পের মাধ্যমে। যেখানে খুশী আপা নামক একজন শিক্ষিকা তার ছাত্র ছাত্রীদেরকে শরীফা নামক একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এবং শরীফা সেখানে সরাসরি উল্লেখ করছে যে ছোটবেলায় সবাই তাকে ছেলে বললেও সে অনুধাবন করে তার শরীরটা ছেলের মতো হলেও মনের দিক থেকে সে একজন মেয়ে। সেজন্য সে মেয়েদের মতো সাজগোজ বা চলাফেরা করার চেষ্টা করায় আশেপাশের মানুষ তাকে অনেক অবহেলা করতো। কিন্তু তাও সে নিজের "আত্মপরিচয়" এর ওপর দৃঢ়ভাবে অটল রয়েছে! এছাড়াও বইতে বলা হয়েছে একজন মানুষ জন্ম থেকেই ছেলে বা মেয়ে হয় না, বড়ো হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে। এ কথাগুলো যেন হুবহু জন মানির ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ধারনাকেই তুলে ধরছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। আরও চেষ্টা করা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনে সহানুভূতি সৃষ্টি করার। বলা হচ্ছে এভাবে নিজের মতো বাচতে চাওয়াটা তাদের অধিকা। যেহেতু তাদের এভাবে জীবনযাপন অন্য কারো ক্ষতির কারন হচ্ছে না, তাই এতে কোন সমস্যা নেই!

এবং এ বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সামনে। যে বয়সটাতে মানুষ বয়ঃসন্ধির কারনে শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন অনুভব করতে থাকে, যে সময় নিজেকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, ঠিক সে সময়েই এ বিষয়গুলোকে তাদের মাঝে উপস্থাপন করার মাধ্যমে তাদেরকে এ সর্বনাশের পথে টেনে নেয়াটা হয়তো অনেকটাই সহজ হতে পারে। সেজন্য এমন সকল বয়সের ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে এগুলো সংযোজন করা হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের অনেক মানুষই এ সম্প তেমন জ্ঞান রাখেন না, পাঠ্যবইয়ে উপস্থাপন করার মাধ্যমে বিষয়টাকে সরলীকরণ করার আরও সহজ হয়ে যায়। আর অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা এ সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়েই বেড়ে উঠবে। তাদের অনেকের অভিভাবক ও

সমাজের মানুষরা সচেতন না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবস্থাও হতে পারে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো ভয়াবহ ও বিকৃত।

৩.১১ বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের সহায়কগোষ্ঠী

বাংলাদেশে আত্মস্বীকৃত সমকামী সংগঠনের অন্যতম হল "BOB"। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে, যার অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন আত্মস্বীকৃত সমকামী তানভীর আলম। যে একসময় এই সংগঠন তৈরির উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলে- "আমরা (সমকামীরা) আমাদের যৌন অধিকার নিশ্চিত করতে চাই। এর স্বীকৃতি চাই।" এই সংগঠনের ওয়েবের স্লাইডে তিনটি স্লোগান দেওয়া আছূত

১. ভালবাসা হল মানুষের আবেগীয় অনুভূতি, কোনও আইন দিয়ে তাকে বাধা যায় না।

২. অদ্ভুত তারাই যারা কাউকে ভালবাসতে জানে না।

৩. বৈষম্য নয়, বৈচিত্র্যকে ধারণ করুন

এই তিনটি স্লোগানে তাদের মূল উদ্দেশ্য ফুটে উঠে। অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আইন সমকামিতার বিপক্ষে যা #৩৭৭ ধারা নামে পরিচিত। এই আইনে বলা আছে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষ, নারী বা জন্তুব সাথে প্রকৃতিক নিয়মের বিরূদ্ধে একান্তবাস করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে জানায় তারা Human Rights Forum of Bangladesh, Human Rights Alliance of Bangladesh and International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Interserদশব্যাপী সমব

বেশ ও দেশের বাহি্ে এনজিওগুলোর অর্থায় Association এই সংস্থাগুলোর পূর্ণ সদস্য।

তাদের মিশন সমকামিতা নিয়ে যারা যে কোন সহিংসতা বা বৈশম্যের শিকার তাদের নিয়ে কাজ করা। আর ভিশন হল, এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে লিঙ্গ (জেন্ডারভিত্তিক) বৈষম্য ছাড়াই সবাই যে যার মতো জীবনকে উপভোগ করতে পারবে। তাদের কার্যক্রম প্রক্রিয়া তিন ধাপে বিভক্তঃ

ক) কমিউনিটি মোবাইলাইযেশনঃ তারা বিভিন্ন গেট টু গেদার, বনভোজন, ছবি প্রদর্শন, কর্মশালা সহ আরো কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সমকামীদের একছাদে আনে । এই সব অনুষ্ঠানে তারা মানবাধিকার বিষয়গুলো মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনে। তারা সাইকো-সোশ্যাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ২৪/৭ টেলিফোন সুবিধা দিয়ে থাকে। "কান পেতে রই" তাদের এমনই এক টেলিফোনমাধ্যম মানসিক সাপোর্ট সেবা। তাদের দাবি তারা হতাশাগ্রস্থদের এখানে কাউন্সিলিং দেওয়ার চেষ্টা করে, মূলত তারা একজন সমকামীকে আরও অন্ধকারে নিয়ে যাওয়ার ফাঁদ আঁটে এখান থেকেই।

খ) এডবোকেসিঃ সমকামিতা কোন অপরাধ নয় এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পলিসি মেকার ও গবেষকদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে। তাদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা পত্র উপস্থাপন করে সমাজে সমকামীদের অবস্থান বৈধ করার (মানিয়ে নেওয়া) পাশাপাশি তাদের অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাজধানীর মহাখালীতে আইসিডিডিআরবি (icddrb) এর জেমস পি গ্র্যান্টস্কুল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সমকামিতাকে একটি

স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়। ওইদিন সংগঠনটি প্রথমবারের মতো ৬০০ আত্মস্বীকৃত সমকামীর ওপর পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। যেখানে সমকামীদের ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ বলেছে, বিয়ের পরও তাদের যৌনাচরণ পরিবর্তন করবে না।

গ) নেটওয়ার্কিং: তাদের দাবি সামাজিক যেকোন মুভমেন্ট এর সাথে তারা জড়িয়ে কাজ করে যেগুলো নারী অধিকার, মানবাধিকার এবং মাইনরটিদের নিয়ে কথা বলে। তারা দাবি করছে, যেহেতু তারা রেজিস্টার্ড কোন সংস্থা নয় তাই তারা বিভিন সেবা সংস্থার সাথে মিলে অথবা ছত্রছায়ায় কাজ করে থাকে। এমনকি তারা নিয়মিত দেশ ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন সভা-সেমিনার এর আয়োজন করে থাকে। সারা বাংলাদেশব্যাপী সমকামীরা বিভিন্ন নাম দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশি এনজিওগুলোর অর্থায়নে জেলায় জেলায় সমকামীদের ক্লাব খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সুসংগঠিত করা হচ্ছে। [২৭]

বাংলাদেশে সমকামীদের সংগঠন দ্বারা পরিচালিত কিছু ক্লাবের নাম (আমাদের গবেষণা পরিবার ও স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকার নির্ভরযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত): ১) লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম (বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এদের কার্যক্রম), ২) বন্ধু (সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি), ৩) ওডপাপ, ৪) সাস (বরিশাল বিভাগে এদের কার্যক্রম), ৫) হাসাব।

সমকামীদের স্বাস্থ্যগত সেবা দিয়ে থাকে যে সকল এনজিও সংস্থা:

১) আশার আলো সোসাইটি, ২) মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ, ৩) জাগরি, ৪) ক্যাপ।

সমকামীদের আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে যে সকল সংগঠন:

১) বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম (বিএমএসএফ),

২) আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।

যে সকল বিদেশি সংস্থা বাংলাদেশের সমকামীদের অর্থায়ন করছে:

১) ফ্যামিলি হেলথ্ ইন্টারন্যাশনাল, ২) রয়েল নেদারল্যান্ডস এ্যাম্বেসি, ৩) ইউনাইটেড নেশন পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ), ৪) 'হাতি' প্রকল্প, বিশ্বব্যাংক, ৫) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF), ৬) আরসিসি প্রোজেক্ট অব দি মোবাল ফান্ড আইসিডিডিআরবি। [২৭]

৩.১২ ট্রান্সজেন্ডার আইনের বৈধতা

আমাদের দেশে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য হচ্ছে আইন। ৫৩টি ধারা সংবলিত এই আইনের খসড়া তৈরি করেছে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর। সার্বিক সহযোগিতায় আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাদের জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, সম্পত্তিতে অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার, এমনকি মৃত্যুর পর সৎকারের বিষয় সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ থাকবে আইনে।

২০২২ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় আইন হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-

বৈষম্য ও লাঞ্ছনার শিকার ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষা ও অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন' নামের আইনটি পাস হলে বৈষম্য থেকে অনেকটাই মুক্তি মিলবে টট্র্যান্সজেন্ডারদের।

এমন তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপপরিচালক রবিউল ইসলাম।

উপ-পরিচালক রবিউল ইসলাম বলেন- 'ট্র্যান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতের জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আইনটি বাস্তবায়িত হলে এই কমিউনিটির মানুষগুলো আর সেবা নিতে বৈষম্যের শিকার হবে না। বিদেশ যেতে পাসপোর্ট নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে জটিলতার নিরসন হবে। আইন দ্বারা তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে।

'প্রথমত এ আইনে তাদের পরিচয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে। আইনটি করার সময় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনায় এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়-হিজড়া একটি সংস্কৃতি। তারা দলবদ্ধভাবে একটি সংস্কৃতি অনুসরণ করে মানুষের কাছে চেয়েচিন্তে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অনেক লিঙ্গবৈচিত্র্যময় মানুষ শিক্ষিত হয়ে স্বাভাবিক পেশা গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাই সবাইকে 'হিজড়া' নয়, 'রূপান্তরিত' নির্দিষ্ট করা হয় বলে জানান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা পরিচালক ড. মো. মোক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ২০১৩ সালে সরকার ট্রান্সজেন্ডারদের নাগরিক হিসেবে স্বিকৃতি দিলেও তাদের সব ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রাকৃতিক কারণে তাদের জন্ম আর দশজন মানুষের মতো নয় বলে, তারা স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারে না। খসড়ায় উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তিতে অধিকার, স্কুলে ভর্তি, মৃত্যুর পর যার যার ধর্ম অনুয়ায়ী সৎকারের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে বলে জানান হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, বহুদিন ধরে একটি আইনের জন্য অপেক্ষা করছে তারা। আইন হলেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। নারী-পুরুষের বাইরে ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী অধিকারের বিষয় একটি আইনি ভিত্তি পাবে। এখান থেকে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার ধাপগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায়।

প্রথম ধাপে, 'ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা'র জন্য আইনের খসড়া তৈরি হবে।

দ্বিতীয় ধাপে, খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

তৃতীয় ধাপে, আইন মন্ত্রণালয় আইন চূড়ান্ত করবে।

চতুর্থ ধাপে, আইন সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং সেখানে তা পাশ হয়ে যাবে। [২৮]

আমাদের দেশে এ কর্মসূচির দ্বিতীয় ধাপ শেষ, আমরা এখন আছি তৃতীয় ধাপে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামের এক খবরে বলা হচ্ছে-

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই

কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

২০২২ সালে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩ নাগাদ খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। ধারণা করা যায়, ২০২৪ বা বড়জোর ২০২৫-এর মধ্যে এই আইন সংসদে পাশ হয়ে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা আছে। সে সময়ে বাংলাদেশে যে সরকারই থাকুক, সরাসরি আমেরিকার বিরোধিতা করে এ আইনের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নেবে, এ সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। [২৯]

৪. ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের সর্বনাশা প্রভাব

৪.১ চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুফল

সমকামিতা যে শুধু বিকৃত রুচি ও মূল্যবোধের পরিচয় দেয় তাই নয়, বরং এটি মানবদেহের ওপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শারীরিক বিভিন্ন রোগ ও সংক্রমণের অন্যতম কারণ হচ্ছে সমকামিতা।

ক্যান্সার : গবেষণায় দেখা গেছে হেটেরো নারীদের চেয়ে সমকামী ও বাইসেক্সুয়াল নারীদের breast, cervical, and ovarian cancer-এর ঝুঁকি বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। রিসার্চ জানাচ্ছে, কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আগে থেকেই তাদের বেশি।

Institute of Medicine (IOM) একটি রিপোর্ট করেছে 'Lesbian Health= Current Assessment and Directions for the Future' নামে। সেখানে তারা বলছে, লেসবিয়ান নারীরা সাধারণ নারীদের তুলনায় এলকোহল ও ড্রাগ সেবন করে বেশি। University College London-এর এপিডেমিওলজিস্ট D Catherine Mercer এর এক স্টাডি পাবলিশ হয় American Journal of Public Health-এ

- যেসব নারীরা আরেক নারীর সাথে যৌন-সংসর্গের কথা বলেছে, স্বাস্থে তাদের বিরূপ প্রভাব পড়ার রিস্ক (adverse health outcomes) বেশি।

- পূর্ব অবস্থায় তাদের একাধিক পুরুষ যৌনসঙ্গী থাকার সম্ভাবনা বেশি

- বহু সংখ্যক অনিরাপদ যৌন মিলন

- ধূমপান, এলকোহল, শিরায় ড্রাগ নেবার হার বেশি

- যৌনবাহিত রোগ ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। [৩০]

এইচআইভি: পূর্বে ধারণা করা হতো সমকামীদের মধ্যে এইচআইভি(HIV) ছড়ানোর সম্ভবনা খুবই কম। সেকারণে এ বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম সমকামীদের মধ্যে খুব একটা পরিচালিত হতো না। তবেGay Men's Health Crisis (GMHC) এর অধীনে Lesbian AIDS Project (LAP) এর ২০০৯ সালের রিভিউজানা যায় যে লেসবিয়ানদের মাঝেও এইচআইভি ছড়ায়।

হেপাটাইটিস এ এবং বি: গে পুরুষ ও যৌনকর্মীদের মাঝে হেপাটাইটিস -এর আধিক্য বহু পুরনো কথা। লালা, বীর্য, পায়খানা- তিনটাতেই এন্টিজেন রয়েছে। একটি গবেষণায় বলা হয় ২৫ জনের অধিক সঙ্গীকে ওরাল প্রদানকারীদের (Receptive oral-genital contact) সাথে হেপাটাইটিস বি এর সম্পর্ক রয়েছে। আর হেপাটাইটিস এ ও একইভাবে ছড়িয়ে যায়। [৩১]

এছাড়া বিভিন্ন যৌনরোগও সমকামিতার মাধ্যমে ছড়ায়। যেমন; গনোরিয়া, জেনিটাল হার্পিস, ক্ল্যামাইডিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি।

৪.২ সামাজিক প্রভাব

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিস্তরন সামাজিকভাবে প্রচন্ড বিশৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে। ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে মুফতি সাইফুল ইসলাম ট্রান্সজেন্ডারকে পশ্চিমা ভোগবাদি শ্রেণির একটি তথাকথিত মানবতা ও ধর্মবিরোধী পদক্ষেপ' হিসাবে আখ্যায়িত করে সমাজের জন্য তার ক্ষতি ও চরম বিশৃঙ্খলার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরেন:

১. ট্রান্সজেন্ডারের মাধ্যমে মিথ্যা ও প্রতারণার পথ খুলে যাবে। এতে করে সুবিধাবাদী কিছু লোক সময়মতো নিজেকে নারী দাবি করবে আবার তারই সময়মতো নিজেকে পুরুষও দাবি করে বসবে।

২. শরিয়া আইন, এমনকি প্রচলিত আইন কার্যকর করা কঠিন হবে।

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি ও মুছলাহ (অর্থাৎ সৃষ্টি পরিবর্তন) পরিবর্তনের অন্যায় পথ খুলে যাবে।

৪. সমকামিতার মতো চরম মানবতাবিরোধী অপরাধের পথ সুগম করে দিবে এবং এর ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

৫. নারী ও পুরুষের একে অপরের সাথে সাদৃশ্য থাকা আইনত বৈধ হবে। যা সম্পূর্ণ ধর্ম ও বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তাধারা।

৬. অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রচারণা বেড়ে উঠবে।

৭. উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

৮. এছাড়া ধর্ম ও রাষ্ট্র-সমাজে নারী পুরুষের জন্য বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হাজার বিষয়াদি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

এ সময় তিনি রাষ্ট্র-সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সমূহ আশংকা তৈরী হবার কথা ব্যক্ত করে তার প্রতিরোধের আহবান জানিয়ে বলেন-'মুসলিম বিশ্ব ও অন্যান্য ধর্মের রাষ্ট্রসমূহের মতো বাংলাদেশের সরকার ও নাগরিক সমাজের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের এই নিকৃষ্ট মানবতা ও ধর্মবিরোধী পদক্ষেপকে দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। অন্যথায়, আমাদের সমাজে অসংখ্য অপরাধের আইনী ভিত্তি সৃষ্টি করে রাষ্ট্র-সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সমূহ আশংকা তৈরী হবে।

৪.৩ মানবিক অধিকার না নিরাপত্তা হরন?

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অনুসারীগন জোর গলায় বলে যে তারা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচয় নিয়ে বাচলেও তাতে সমাজের অন্য কারো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। অথচ নিজের অধিকারের নামে এতে সমাজের অন্যান্য মানুষদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত সমাজে একজন ধর্ষক পুরুষ চাইলেই নিজেকে নারী পরিচয় দিয়ে অবাধে নারীদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ স্থানগুলো, যেমন ওয়াশরুম, পোশাক পরিবর্তনের স্থান, বিউটি পার্লার এসব জায়গায় প্রবেশাধিকার পেয়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সেখানকার নারীরা কি পরিমাণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে তা যুক্তিসহকারে চিন্তা করলে যে কেউই অনুধাবন করতে পারবে। পশ্চিমা বিশ্বে এমন ঘটনা অনেক ঘটছে যেখানে নিজেকে ট্রান্স নারী দাবি করা পুরুষদের দ্বারা নারীরা অহরহ ধর্ষিত হচ্ছে। এছাড়াও দেখা যায় সমকামীদের অনেকেই শিশুকামীতার মতো ভয়াবহ অপরাধের সাথেও যুক্ত থাকে। ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষই হয়ে ওঠে নিরাপত্তাহীন।

৪.৪ যুক্তির আলোকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের অনুসারীরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন সংলাপ স্লোগান দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে তারা কতটা “ মুক্তচিন্তার অধিকারী “। এখানে তেমন কয়েকটি উক্তি ও তার জবাব উপস্থাপন করা হলো।

উক্তি ১: একজন মানুষ গে বা লেসবিয়ান যাই হোক, তার কাছে যেমনটা খুশী সে সেভাবেই থাকতে চায়, এতে অন্যায় কি?

জবাব: প্রথমেই আসে, খুশীর সংজ্ঞা এখানে কি দাড়াঁচ্ছে? কেননা খুশী থাকা বিষয়টি আপেক্ষিক যা প্রতি মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা। এক্ষেত্রে যদি কোন মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয় যে কোন ধ্বংসাত্মক কাজে সে খুশী হয়, তাহলে কি তাকেও নিজের খুশীমতো ছেড়ে দেয়াটা যুক্তিযুক্ত ? নিজের মনের আনন্দ অনুযায়ী চলাটা অন্যায় নয়। কিন্তু তার আগে অবশ্যই যাচাই করে নেয়া জরুরি যে এর ফলে কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। দ্বিতীয়ত, কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে আপনার পছন্দগুলো আসলেই উত্তম কিনা? সেক্ষেত্রে নিজের খেয়াল খুশীকে অনুসরণ করার আগে ভেবে নিন আপনি কোথা থেকে এসেছেন, আপনার গন্তব্য আর উদ্দেশ্য কি। নিজ খুশির পেছনে ছুটতে গিয়ে আপনি অন্যদের মাড়িয়ে যাচ্ছেন না তো? গে বা লেসবিয়ান পরিচয় দেয়া মানুষগুলোও নিজের খেয়ালখুশিরই অনুসরণ করে। অথচ যুক্তিসহকারে ঠান্ডা মাথায় তারা একবার ভাবলেই দেখতে পাবে, যে তারা যে পথে হাটছে ও অন্যদের ডাকছে, পৃথিবীর সকল মানুষ যদি সে পথের পথিক হয়ে উঠতো তাহলে কি পরিনতি দাড়াঁতো! পৃথিবীর সকল নারী জরায়ুহীন হয়ে পড়লে ও পুরুষ পুরুষাঙ্গহীন হয়ে পড়লে মানবসভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। কেননা ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ বা নারী কেউই সন্তান জন্মদানে সক্ষম নয়। আপাতদৃষ্টিতে আপনার কাছে হয়তো মনে হবে ট্রান্সজেন্ডাররা কোন ক্ষতিসাধন করছে না, কিন্তু আসলে তারা এমন এক ক্ষত সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে যা মানবসভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মক।

উক্তি ২: দুজন মানুষ যদি পরস্পরের সম্মতিতেই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, এতে আপত্তি কোথায়?

জবাব: সম্মতির কথা আসামাত্রই প্রশ্ন আসে এর স্পষ্টতা কতটুকু। যেমন নারীবাদীদের মতে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন মিলন ও অনুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবার নারী সঙ্গীর সম্মতি চাইতে হবে, তা নাহলে বৈধ মিলনও ধর্ষণরূপে

গন্য হতে পারে! তাদের মতে সম্মতিহীন যৌন আচরন একজন নারীকে শারিরীক ও মানসিকভাবে হেনস্তার শিকার করে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সকল যৌন আচরণই ঠিক বা বেঠিক সেটা কি সম্মতির ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল? ধরে নেয়া যাক মেয়েদের ড্রেসিং রুমে একজন পুরুষ লুকিয়ে একজন নারীকে দেখছে ও উপভোগ করছে। এক্ষেত্রে আপনি সম্মতির বিষয়টাকে কিভাবে দেখবেন? যেহেতু এক্ষেত্রে মেয়েটি জানেই না তাকে লুকিয়ে কেউ দেখছে সেক্ষেত্রে তো সম্মতির কোন প্রশ্নই আসে না। অথচ পুরুষটি তো ঠিকই তৃপ্তি লাভ করে যাচ্ছে। তাহলে কি আপনার হিসেবে এখানে বিষয়টা ঠিক? যেহেতু মেয়েটির কোন শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হচ্ছেনা তাহলে কি আপনি মনে করে নেবেন যে অন্যায় কোথায়? নাকি আপনি মেনে নিতে বাধ্য হবেন যে বিষয়টা নৈতিকভাবে অন্যায়? এটা আপনার কাছেও অন্যায়ই মনে হবে, তাইনা? কাজেই শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সম্মতির মাধ্যমে যে কোন কিছুকে আপনি সঠিক বলে বিচার করতে পারেন না। বরং নৈতিকতার মানদণ্ডের বিচারে কোন আচরন সঠিক না ভুল সেটা যাচাই করে নেয়া জরুরি। আর যেসব আচরনে নৈতিকতার অবক্ষয় সাধন হয়, যেমন সমকামিতা, এগুলোকে আপনি শুধু সম্মতি দিয়েই বৈধ মেনে নিতে পারেন না।

উক্তি ৩: ইসলাম যৌনতার বিষয়ে এত কঠোর আচরন কেন করে? নিজের কামনার অনুসরণ করা কি এতটাই অন্যায় ইসলামে? ট্রান্সজেন্ডাররা তো শুধু নিজ স্বভাবজাত প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।

উত্তর: ইসলাম কখনোই এটা বলেনি যে একজন মানুষ নিজের যৌন চাহিদাকে অপূর্ণ রেখে নিজেকে কষ্ট দিক। বরং ইসলামে দ্রুত বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে যেন মানুষ নিজের চাহিদার বশবর্তী হয়ে গুনাহে না জড়িয়ে পড়ে। নিজের চাহিদা পূরন অন্যায় নয়, কিন্তু তা যদি হয় আল্লাহ তাআ'লা কতৃক নিষিদ্ধ কোন পন্থায় তাহলে সে

ব্যাপারে অবশ্যই ইসলাম কোনপ্রকার ছাড় দেয়না। কেননা ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। একজন মুসলমান নিজের এবং অন্যের সকল খায়েশ ও চাহিদার ওপরে প্রাধান্য দেবে আল্লাহ তাআ'লার হুকুমকে এবং বিনাবাক্যে তা মাথা পেতে নিয়ে যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করে যাবে। এটাই একজন আত্মসমর্পণ আত্মসমর্পণকারীর পরিচয়। আর ট্রান্সজেন্ডারদের এ মানসিকতা কখনোই সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না। বরং তারা নিজের কু প্রবৃত্তির অনুসরন করে এ অবস্থায় উপনীত হয়। আল কুরআনে বর্নিত হয়েছে যে কওমে লূত নিজ কামনার বশবর্তী হয়েই প্রথম এ পাপকাজ শুরু করে। এটি কখনোই তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ছিলো না। আর মানুষের প্রবৃত্তির অনেককিছুই নির্ভর করে তার শিক্ষা ও পরিবেশের ওপর। একটু কল্পনা করুন, একটি শিশু ছোটবেলা থেকে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজগুলো সম্পর্কে শিক্ষা পেয়ে আসছে, বারবার তাকে সচেতন করা হচ্ছে গুনাহ সম্পর্কে। আর আরেকটি শিশু, যাকে ছোট বেলা থেকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে তুমি নিজেকে যা ভাবো সেটাই তোমার পরিচয়, ছোটবেলা থেকেই যার সামনে অবাধ ও বিকৃত যৌনতাকে খুব স্বাভাবিকভাবে বর্ননা করা হচ্ছে। আপনিই চিন্তা করে দেখুন তো,এই শিশু দুইটি কি সমকামিতা সম্পর্কে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করবে? কাজেই সমকামিতা বা রূপান্তরকামিতাকে স্বভাবজাত প্রবৃত্তি বলে কিছুতেই আপনি চালিয়ে দিতে পারেন না। কারন আপনার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এ আচরনকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা কে মেনে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয়া, আবার সজ্ঞানে ওনার নিষিদ্ধ করে দেয়া পথেই এগিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র নিজেকে ধোকা দেয়ারই নামান্তর।

৫. ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

৫.১ কওমে লূত ও অন্যান্য সমকামী জাতির পরিনতি

কওমে লূত দুনিয়ার বুকে প্রথম সমকামিতা শুরু করেছিলো। এর পূর্বে কোন আদম সন্তানই এই জঘন্য পাপ করেনি। এ ব্যাপারে হযরত লূত আলাইহিসসালাম নিজ জাতিকে সতর্ক করলেও তারা তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেনি বরং আল্লাহদ নবীকে উপহাস করেছিলো। লূত আলাইহিসসালাম এর স্ত্রী ও সমকামিদের সমর্থক ছিলো। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা কওমে লূতের ওপর শাস্তি প্রেরন করেন। এ বিষয়ে আল কুরআনে বর্নিত হয়েছে,

وَلَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَآ اِبۡرٰهِیۡمَ بِالۡبُشۡرٰی قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنۡ جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِیۡذٍ ٦٩)

فَلَمَّا رَاٰۤ اَیۡدِیَهُمۡ لَا تَصِلُ اِلَیۡهِ نَکِرَهُمۡ وَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِیۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰی قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ (٧٠

অর্থ: আর আমার ফিরিশতারা (মানুষের বেশে) ইবরাহিমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসলো (যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম নেবে)। তারা সালাম বলল। ইবরাহিমও সালাম বলল। অতঃপর সে অবিলম্বে (তাদের আতিথেয়তার জন্য) একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে আসলো।কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত সে দিকে (অর্থাৎ বাছুরের দিকে) বাড়ছে না, তখন তাদের ব্যাপারে তার খটকা লাগল এবং তাদের দিক থেকে অন্তরে শঙ্কা বোধ করল। ফিরিশতারা বলল, ভয় করবেন না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে (আপনাকে পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং পাঠানো হয়েছে) লূতের সম্প্রদায়ের কাছে।(সূরা হুদ: ৬৯-৭০)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন এ বিষয় জানতে পারেন তখন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন কারন সে স্থানে লূত আলাইহিসসালামও আছেন। তখন ফেরেশতারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে জানান যে লূত আলাইহিসসালাম ও তাঁর পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে কিন্তু তাঁর স্ত্রী আযাব ভোগ করবে। অত:পর আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতাগন সাদ্দুম নগরে সুদর্শন যুবকদের রূপধারণ করেন ও লূত আলাইহিসসালাম এর বাড়িতে প্রবেশ করেন। অতিথিদের আগমনের ব্যাপারে লূত আলাইহিসসালামের স্ত্রী কওমের পাপাচারীদের নিকট পৌছে দিলে তারা বাড়ির চারপাশে জমায়েত হয় তাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থের জন্য। লূত আলাইহিসসালাম নিজ মেহমানদের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলে তখন ফেরেশতাগন জানিয়ে দেন যে তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা।

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُّوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَانَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

অর্থ : হে লূত (আলাইহিস সালাম)! আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। ব্যস! আপনি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যান। আর আপনাদের কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। কিন্তু নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর উপরেও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। নিশ্চয় ভোর বেলা তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়? (সূরা হুদ: ১১)

মুফাসসিরগন বলেন প্রথমে জিবরাঈল আলাইহিসসালাম কওমের লোকদের সামনে এসে সামনে এসে নিজ ডানা দিয়ে হালকা আঘাত করেন, এতে পাপাচারী লোকেরা অন্ধ হয়ে যায়। হযরত লূত আলাইহিসসালাম নিজ পরিবার ও মু'মিনদের নিয়ে নিরাপদে সরে যাওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিসসালাম সম্পূর্ণ নগরটিকেই উঁচু করে তুলে ফেলেন এরপর উল্টো করে সজোরে নিক্ষেপ করেন।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ

অর্থ: অবশেষে আমার (আল্লাহর) আদেশ চলে আসলো, তখন আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ

করলাম।(সূরা হুদ: ৮২)

এভাবে কওমে লূত ধ্বংস হয়ে যায় নিজ পাপাচারের ফলস্বরূপ । কওমে লূতের নগরের জায়গাটি এখন মৃত্ সাগর নামে পরিচিত, যা ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিচু অংশ। নিচে মৃত সাগরের একটি ছবি দেয়া হয়েছে।



চিত্রঃ মৃত সাগর যা কওমে লূতের বাসস্থান ছিল



চিত্রঃ পম্পেই নগরীর অধিবাসীদের মৃতদেহ

শুধুমাত্র কওমে লূত না, সমকামিতা ও অবাধ যৌনতার শাস্তিস্বরূপ বহু জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে বিভিন্ন সময়ে। ইতালির একটি শহর পম্পেই, যা ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির পাদদেশে অবস্থিত। এ শহরটি ছিলো অত্যন্ত উন্নত ও এর অধিবাসীরাও ছিলো স্বচ্ছল ও আমোদপ্রিয়। তবে তারা বিভিন্ন বাজে কাজে লিপ্ত ছিলো যার মধ্যে অন্যতম ছিলো অবাধ যৌনাচার ও সমকামিতা। এ শহরে যত্রতত্র ছিলো পতিতালয় যেখানে অবাধে সমকামিতাও চর্চা হতো। হঠাৎই একদিন ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির মুখ বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নুৎপাত শুরু হয়। ফুটন্ত গলিত লাভা ও ছাইয়ে ঢেকে যায় সম্পূর্ণ নগরী। এর অধিবাসীরা যে যে স্থানে ছিলো সেখানেই মৃত্যুবরন করে এবং লাভার প্রভাবে তাদের শরীরগুলোও শক্ত পাথরের ন্যায় হয়ে যায়। এখনো শহরটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তার অধিবাসীদের মৃতদেহ সহ।

এভাবে আল্লাহ দুনিয়াবাসীকে সতর্ক করার জন্য নিদর্শনস্বরূপ রেখে দিয়েছেন এসব নিদর্শন। যাতে মানুষ এগুলো থেকে শিক্ষা নেয় ও সাবধান হয়।

৫.২ আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ

সমকামীদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ রয়েছে। তা দুইটি হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ আযযা ওয়াযাল সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যে কোনো পুরুষ কিংবা মহিলার পেছন দিক থেকে সহবাস করে। [৩২]

এ হাদীসে মহিলার পূর্বের পুরুষের উল্লেখ থাকার কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখেছেন, "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুরুষের সাথে সমকামিতা অধিক মন্দ ও কদর্য, তাই একে আগে উল্লেখ রয়েছে, যদিও দুটিই হারাম।"

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে সাত ধরণের লোককে অভিশাপ দেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য একবার লানত দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেন, তবে সমকামীদের ব্যতীত, আল্লাহ তাদেরকে একাধিকবার অভিশাপ দেন।" তিনি বলেছেন, "সে অভিশপ্ত যে লূতের জাতির মত কাজ করে, সে অভিশপ্ত যে লূতের জাতির মত কাজ করে, সে অভিশপ্ত যে লূতের জাতির মত কাজ করে।" [৩৩]

এ হাদীস দুটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমকামীদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ রয়েছে।

৫.৩ রাসূলুল্লাহ সা. এর দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ»

অর্থ: আমি আমার উম্মতের ওপর সমকামেরই বেশি আশঙ্কা করছি। [৩৪]

হজরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "নারীর সাথে নারীর সমকামিতা তাদের মধ্যে যিনার নামান্তর।"[৩৫]

অর্থাৎ কোন নারী যদি অন্য নারীর সাথে মিলনের চেষ্টা করে তবে তা যিনাহ বা ব্যভিচার হিসেবে গন্য হবে।

এছাড়াও পুরুষ হয়ে মেয়েলি বেশভূষা ধারন এবং নারীদ হয়েও পুরুষের ন্যায় বেশভূষা ধারন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) বলেছেন, “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেসকল পুরুষদের অভিশাপ করেছেন যারা নারীর সাথে সাদৃশ্য করে। ওয়া অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েলি বেশ ধরা পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন।”

[৩৬]

পুরুষের নারীর সাথে সাদৃশ্য করার অর্থ হলো মেয়েদের মত মুখমন্ডলের রূপ, হাবভাব, কথাবার্তা ও পোশাক আশাকে ভঙ্গিমায় নারীর মত করা।

হাদীসে আরও এসেছে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নারীদের মধ্যে যারা পুরুষের সাদৃশ্য করে এবং পুরুষদের মধ্যে যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" [৩৭]

এটি ও অন্যান্য আরো অনেক বর্ণনা জোরদান করে যে, না পুরুষদের নারীসুলভ সাদৃশ্য অবলম্বন করা উচিত আর না নারীদের পুরুষদের ফ্যাশনের অনুকরণ করা উচিত। এর সর্বশেষ পরিণতি সমকামিতা ও ব্যভিচারের বিস্তৃতি।

৫.৪ সাহাবীগনের মতামত

একবার হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন, এক এলাকায় এমন এক ব্যক্তি পাওয়া গেছে, যে অন্য এক পুরুষকে বিবাহ করেছে।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মীমাংসার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন। সেখানে হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন, এটা এমন এক কাজ যা দুনিয়াতে কওমে লূত ব্যতীত অন্য কেউ করেনি। আল্লাহ পাক তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন তা তো আপনি জানেন। সে হিসেবে আমার মত হলো, ঐ ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক। অতঃপর অন্য সমস্ত সাহাবাদের সর্বসম্মতিক্রমে হজরত আবু বকর বাদিয়াল্লাহু আনহুর আদেশে তাকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করা হলো। [৩৮]

৫.৫ ইসলামে সমকামিতার শাস্তি

সমকামিতার শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে একটি আয়াত বর্নিত হয়েছে।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (١٦

অর্থ: আর তোমাদের মধ্যে যে দুই পুরুষ অশ্লীল কর্ম করবে, তাদেরকেও শাস্তি দান কর। অতঃপর তারা যদি তাওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে ফেলে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।(সূরা নিসা: ১৬)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُول بِهِ

অর্থ: তোমরা কাউকে যদি দূত সম্প্রদায়ের মতোই কু-কর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে সেই অপকর্মকারী ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো। [৩৯]

ইবনে আব্বাস, আলি কওমে লূতের আমলকারীদের সম্পর্কে বলেছেন-

يُنظَرُ أَعلى بناء في الْقَرْنةِ، فَيُرْمَى اللُّوطِيُّ مِنهَا مُنَكِّساً، ثُمَّ يُتَّبَعُ بِالْحِجَارَةِ»

অর্থ: গ্রামের সবচেয়ে উঁচু ভবন দেখে, মাথা নিচু করে সেখান থেকে ফেলে দাও সমকামীকে। অতঃপর পাথর মারা হবে। [৪০]

সমকামিতার শাস্তি হিসেবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা থেকে দুটো মত বর্ণিত আছে:

(ক) সমকামী চাই বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত, সর্বাবস্থায় তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এর মতও এটাই।

(খ) সমকামিতার শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ। অর্থাৎ, যদি বিবাহিত হয়, তাহলে প্রস্তারাঘাত আর অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত। আর এটা সাহেবাইনেরও মত। [৪১]

হজরত ইবরাহিম নাখঈ, হজরত কাতাদা, হজরত আত্মা, হজরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম বলেন, ব্যভিচারীদের যে শাস্তি, সমকামীদেরও সে একই শাস্তি। [৪২]

৬. মুক্তির পথ

৬.১ দ্বীন পালনের নেই কোন বিকল্প

বর্তমান সময়ে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের গ্রাস থেকে নিজের ও নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য দ্বীন পালনের কোন বিকল্প নেই। তাক্বওয়া অবলম্বন ও ইবাদতের বিষয়ে যত্নশীল হওয়া ব্যতীতও কিছু বিষয়ের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন যেগুলোর নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ (সা.) দিয়ে গিয়েছেন। যেমন;

- ফরজ সতর ঢেকে চলা
- একত্রে একই চাদরের নিচে শয়ন না করা
- দশ বছর বয়স হলে সন্তানের বিছানা আলাদা করে দেয়া
- দৃষ্টির হেফাজত করা
- গুনাহের জন্য তওবা করা ও সকল ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সুধারনা পোষন করা
- দ্বীনি ইলম অর্জন করা

৬.২ নিজের ও পরিবারের সুরক্ষা

নিজের ও নিজ পরিবারের সুরক্ষার জন্য প্রতিটি মানুষের দ্বায়িত্ব হচ্ছে খেয়াল রাখা তার ঘরটিতে আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে আদায় হচ্ছে কিনা ও সকলকে ইবাদতের তাগিদ দেয়া। কোন ভুল নজরে আসলে উত্তেজিত না হয়ে তাকে বোঝানো। পরিচিতজনের মধ্যে কেউ যদি এ বিষয়ে জ্ঞান না রাখে তাকে সচেতন করা। পিতা মাতাদের উচিত তাদের উঠতি বয়সের সন্তানদের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা। সন্তানরা কার সাথে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে সেটার নজরদারি জরুরি কেননা বয়ঃসন্ধিকালেই বেশীরভাগ ছেলেমেয়ের বিপথগামী হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। পরিবারের সকলের পোশাক আশাকের দিকে নজর রাখা। বাইরের সাথে সাথে নিজের ঘরের ভেতরেও যথাযথ পর্দার হুকুম মেনে চলা। এ যুগে ফিতনার অনেক বড়ো উৎস হচ্ছে টেলিভিশন, স্মার্টফোন ও এজাতীয় ডিভাইসগুলো। এগুলো ব্যবহার থেকে যথাসম্ভব নিজেদেরকে মুক্ত রাখা উচিত। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। পরিবারের সকলকে দ্বীনি ইলম অবশ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

৬.৩ উপসংহার

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ নামক যে ভয়াবহ জাল আমাদের সমাজে বিস্তরনের চেষ্টা চলছে তার থেকে বাচতে হলে সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। অনেকে লজ্জায় এসব আলোচনা এড়িয়ে যান বা হেসে উড়িয়ে দেন। ফলে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাবটা রয়েই যায়। এ অভাব আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অভিশাপ হয়ে আসতে পারে। কাজেই নিজের ও নিজের পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য হলেও এ সম্পর্কে জানা ও অন্যকে সচেতন করা জরুরি। আর সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যেন তিনি আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এ জাহেলিয়াত থেকে হিফাজত করেন ও প্রকৃত মুসলিম রূপে জীবনযাপনের তাওফিক দান করেন।

তথ্যসূত্র

[১] সহীহুত-তারগীবী ওয়াত-তারহীবী, হাদীস নং ২৪২০

[২] অভিশপ্ত রংধনু-দাওয়াহ ভার্সন, মাকতাবাতুন নূর প্রকাশনী

[৩] অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান

[৪] ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াল থাবা- মোসতাহসীন চৌধুরী

[৫] ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াল থাবা- মোসতাহসীন চৌধুরী

[৬] James Shupe, " I was America's First 'Nonbinary' person. It was All a Sham," DailySignal (March 10, 2019), https://www.dailysignal.com/2019/03/10/i-was-americas-first-non-binary-person-it-was-all-a-sham/. Ray Blanchard, "Gender Identity Disorders in Adult Men, in clinical Management of Gender Identity Disorders in children and Adults, ed. Ray Blanchard and B.V. Steiner (Washington, D.c.: American Psychiatric Publishing, 1990): 49. 75

[৭] শাওকানী; ফাতহুল কাদীর: ২/২৫৪। ইবনুল আসাকির; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক: ৫০/৩১২

[৮] অভিশপ্ত রংধনু-দাওয়াহ ভার্সন, মাকতাবাতুন নূর

[৯] অভিশপ্ত রংধনু-দাওয়াহ ভার্সন, মাকতাবাতুন নূর

[১০]http://time.com/4703309/infinite-identities-gender-sexuality-young-people/http://time.com/4703058/time-cover-story-beyond-he-or-she/

[১১] Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of The Others. Editors: Alexander, Karen Yescavage

[১২] Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis। Princeton: Princeton University Press

[১৩] ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াল থাবা- মোসতাহসীন চৌধুরী

[১৪]https://www.reuters.com/article/idUSKCN০১৮২৭E/

[১৫] Kusum Ingots v. Union of India, (২০০৪) ৬ SCC ২৫৪: "An order passed on a writ petition questioning the constitutionality of a Parliamentary Act, whether interim or final, keeping in view the provisions contained in Clause (2) of Article ২২৬ of the Constitution of India, will have effect throughout the territory of India subject of course to the applicability of the Act.
[১৬]http://time.com/4703309 infinite-identities-gender-sexuality-young-people/
[১৭] The Tanzimat: Secular Reforms in the Ottoman Empire"
[১৮]https://www.somoynews.tv/news/2023-08-10/uK8wH13H
[১৯] শিশু পর্ণোগ্রাফি। দুই সহযোগিসহ শিশু সাহিত্যিক টিপু কিবরিয়া গ্রেপ্তার-বাংলার মুখ
ঢাকার শিশু পর্ণো চক্রের শিকার প্রায় ৫০০ বালক: পুলিশ – বিবিসি
[২০]https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/5jmt4kt4ly
[২১]https://www.prothomalo.com/bangladesh/g1oz3nhb5b
[২২]https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/wajhapaqz!
[২৩
]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/thetruth/29955914&ved=2ahUKEwjW0tzK4L6DAxXQ3jgGHaHkA4sQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3NVboJki2JU2OQOkRRBtDj
[২৪]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.prothomalo.com/amp/story/lifestyle/6amy4y14w3&ved=2ahUKEwiWsYHjtLeDAxUCwjgGHfznBoQQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw301Plsb2WrjgOGA3hTqRub
[২৫] ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াল থাবা- মোসতাহসীন চৌধুরী
[২৬]https://youtu.be/p9fMvz1RgbQ?si=FJC8Bi0kJQjfnsus
[২৭] অভিশপ্ত রংধনু-দাওয়াহ ভার্সন, মাকতাবাতুন নূর প্রকাশনী

[২৮] অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান
[২৯] অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান
[৩০] Mercer et al, (2007). "Women Who Report Having Sex With Women: British National Probability Data on Prevalence, Sexual Behaviors, and Health Outcomes". American Journal of Public Health. Vol. 97 (6): 1126-1133.
[৩১] Osmond DH, Charlebois E, Sheppard HW, et al. Comparison of risk factors for hepatitis C and hepatitis B infection in homosexual men. J infect Dis 19935167-66-71 [৩২] সুনানু তিরমিযী, হাদীস: ১১৬৫
[৩৩] তাবরানী; মু'জামুল আওসাত: ৮৪৯৭। সনদ দুর্বল।
[৩৪] তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৫৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬১১; আহমদ ২/৩৮২; সহীহুত-তারগীবী ওয়াত-তারহীবী, হাদীস নং ২৪১৭
[৩৫] বায়হাকী: ৫০৫২
[৩৬] সহীহ বুখারী: ৫৮৮৫
[৩৭] মুসনাদে আহমাদ: ৬৮৭৫
[৩৮] সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী: ৮:২৩২, বায়হাক্বী-শুআবুল ঈমান: ৫৩৮৯
[৩৯] সুনানু আবি দাউদ, হাঃ ৪৪৬২; সুনানু তিরমিযী, হাদীস: ১৪৫৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীসঃ ২৭৩২; সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২৫৬১
[৪০] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ: ৯/৫২৯ হা/২৮৩৩৮
[৪১] আল-মাজমু, ২২:৬১ [৪২] তুহফাতুল মুহতাজ, ৯:১০৩